নতুন অভিযানে অ্যাসটেরিক্স





গল্প
গোসিনি
ছবি
ইউদেরজো

অ্যাসটেরিক্স ও ক্লিওপেট্রা

অ্যাসটেরিক্সের সর্ববৃহৎ অভিযান

ছবি আঁকার জন্য প্রয়োজন হয়েছে ১৪ লিটার চিনে কালি, ৩০টি তুলি, ৬২টি আঁকার পেনসিল, একটি মোটা শিসওয়ালা পেনসিল, ২৭টি রবার। ৩৮ কিলো কাগজ, ১৬টি টাইপরাইটারের ফিতে, ২টি টাইপরাইটার এবং ৬৭ লিটার পানীয়

নতুন অভিযানে অ্যাসটেরিক্স

অ্যাসটেরিক্স ও ক্লিওপেট্রা

গল্প : গোসিনি

ছবি : ইউদেরজো



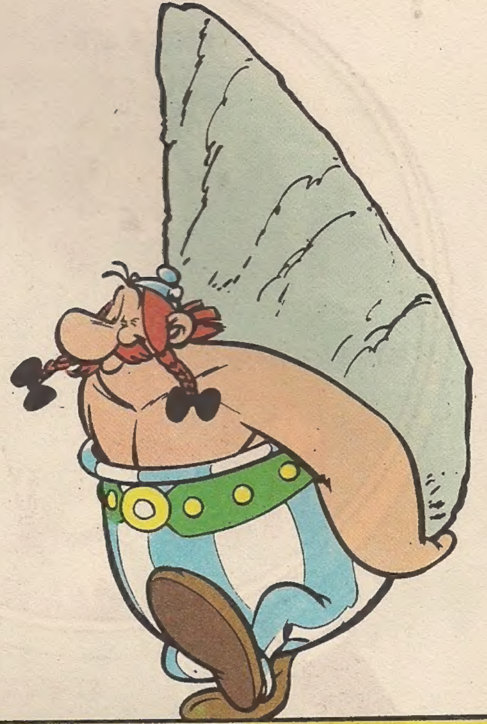




যিশুর জন্মের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গল দেশ রোমের অধীনে...ঠিক সবটা নয়, এক ছোট্ট গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশি আক্রমণকারীদের। গ্রামের কাছাকাছি চারটি রোমান সেনাশিবির : পেতিবোনাম, বাবাওরাম, অ্যাকোয়েরিয়াম ও লোডানাম। শিবির চারটিতে যে রোমান সেনারা বাস করে, তাদের জীবন খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়...



গলের কয়েকজন অধিবাসী



অ্যাসটেরিক্স, এই রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক। এই ছোটখাটো যোদ্ধার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস। বিপজ্জনক সব কাজের দায়িত্বই ওকে নির্দ্বিধায় দেওয়া যায়। অ্যাসটেরিক্সের আছে অতিমানবিক শক্তি, যার উৎস পুরোহিত এটাসেটামিক্সের জাদু-পানীয়ের পাত্র...



ওবেলিক্স, অ্যাসটেরিক্সের প্রাণের বন্ধু। 'মেনহির' নামে এক ধরনের স্মারকশিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এর পেশা, বুনো শুয়োরের 'রোস্ট' খাওয়া এর নেশা। যে কোনও সময় সব কাজ ফেলে ওবেলিক্স বেরোতে পারে বন্ধুর সঙ্গে নতুন অভিযানে, শুধু চাই বুনো শুয়োরের রোস্ট ও শত্রুকে উত্তমমধ্যম দেওয়ার সুযোগ...

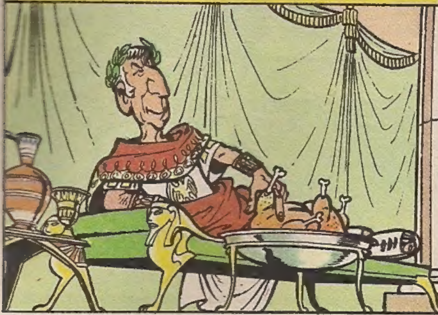
এটাসেটামিক্স। গ্রামের খুব মান্য পুরোহিত। গাছগাছড়া থেকে তৈরি করেন নানারকম পানীয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এক জাদু-শরবত। গলায় ঢাললে শরীরে আসে অতিমানবিক শক্তি। এ ছাড়াও এটাসেটামিক্স জানেন নানা রকম গোপন কৌশল...

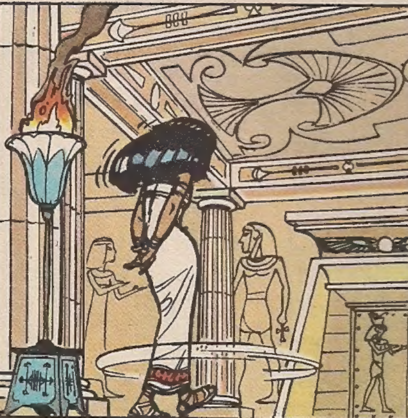




কলরবিক্স। চারণকবি। এঁর সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। এঁর নিজের বিশ্বাস, ইনি অসামান্য প্রতিভাবান। অন্যেরা ভাবে ঠিক উলটো। অবশ্য গান টান না গাইলে, কিংবা মুখ না খুললে এঁর মত বন্ধু কমই আছে...

এবং বিশালাকৃতিক্স। গ্রামের মহামান্য প্রধান। রাজসিক, সাহসী, রগ চটা ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। প্রজারা যেমন শ্রদ্ধা করে, শত্রুরা তেমনই ভয় করে। এঁর একটাই ভয়, আগামীকাল মাথায় না আকাশ ভেঙে পড়ে...তবে নিজেই আবার বলেন, 'আগামীকাল কখনও আসে না।'


ঘটনার শুরু মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায়। রানি ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে। সেই রানি ক্লিওপেট্রা, যাঁর নাক একটু চাপা হলে দুনিয়ার চেহারাই বদলে যেত বলে মনে করা হয়...




ওহে সিজার ! আমাদের বদনাম করার সাহস তোমার হয় কী করে ?


ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে বোঝো মহারানি। তোমার প্রজারা অবনতির শেষ সীমায়। রোমের অধীনে ক্রীতদাসের মতো বাঁচা ছাড়া উপায় নেই !


ভুলো না সিজার, আমার প্রজারাই পিরামিড নির্মাণ করেছে। মন্দির, ওবেলিস্ক-সবই...
ওসব বস্তাপচা ব্যাপার। নিল নদের বন্যার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তোমরা ইদানীং আর কিছু পারো না...


চোপ !
ঝনাত !


আমি তোমাকে দেখাব। সিজার, তিন মাসের মধ্যে এই এখানে আমি তোমার জন্য এক বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরি করিয়ে দেব !


বেশ ! যদি তা পারো, আমি স্বীকার করে নেব, যা বলেছি সব ভুল, মিশরের মানুষ আজও মহান !


...কিন্তু তুমি পারবে না !


মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু একটুতেই চটে যায়...
কড়াত

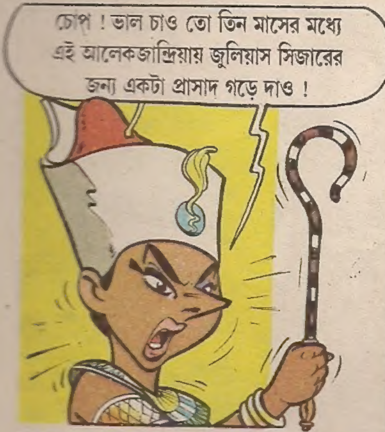

তবে নাকটা ওর দারুণ উঁচু !


কিছুক্ষণ পর...

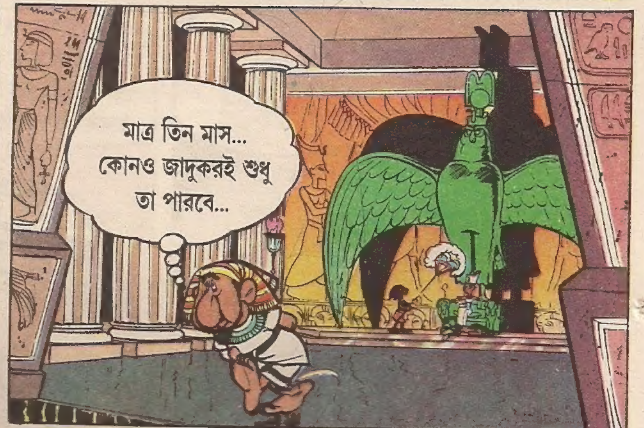

বিজ্ঞপ্তি : পাঠকদের সুবিধের জন্য আমরা কথাবার্তা ডাব করে দিচ্ছি...
অট্টালিস, তোমাকে ডেকেছি, কেন না তুমি এদেশের সেরা স্থপতি ।


ও !*
*ঠোঁটের নড়াচড়ার সঙ্গে কথা মিলছে না, কারণ সেই সময় ডাবিং বিশেষ উন্নত হয়নি ।


তোমার তৈরি বাড়িগুলো নড়বড়ে । যখন-তখন ভেঙে পড়ে ! সবই শুনতে পাই...
সে তো আধুনিক মালমশলার জন্য । আর আমার ইচ্ছে পিরামিড বানাব...


চোপ্ ! ভাল চাও তো তিন মাসের মধ্যে এই আলেকজান্দ্রিয়ায় জুলিয়াস সিজারের জন্য একটা প্রাসাদ গড়ে দাও !


তিন মাস ?
পারলে সোনা দিয়ে ঢেকে দেব, না পারলে কুমিরের মুখে ছুড়ে ফেলব । যাও !


মাত্র তিন মাস... কোনও জাদুকরই শুধু তা পারবে...


বেঁচে গেছি ! আমি এক জাদুকরকে চিনি !
চটাস


দূরে, গলের এক ছোট্ট গ্রামে...
তিন ছয়* ! এ তো ম্যাজিক !
ম্যাজিকই বটে !
ধুত ! রোমানদের খেলা খেলে কী যে আনন্দ পাও !
*জেতার চাল


অদম্য গলদের শান্তি শিগগিরিই বিঘ্নিত হবে...
ছোট্ট কুতুয়াকে আমি মেনহির বইতে শেখাব
পাগলের কাণ্ড ! এখন এসো দেখি, খাওয়াদাওয়া সারি।


...এক আগন্তুকের পদশব্দে।
এটাসেটামিক্স কোথায় থাকেন ?
ওই গাছের ওপর দেখুন...


এটাসেটামিক্স !
আহা কী আনন্দ !
?!


কতদিন পরে দেখা !
ইনি আলেকজান্দ্রিয়ার লোক


এই হল অট্টালিস, আমার আলেকজান্দ্রার বন্ধু। ভ্রমণের সময় এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়...
তোমার সাহায্য চাই, এটাসেটামিক্স।


তিনমাসের মধ্যে জুলিয়াস সিজারের জন্য প্রাসাদ তৈরি করে দিতে হবে, নইলে মারা পড়ব।


তোমার জাদুশক্তির সাহায্য না পেলে কুমিরের পেটে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ! (কান্না)
কুমিরের মাংস কি খাওয়া যায় ?
শ্‌শ্‌ !


কেঁদো না বন্ধু ! আমি ভাবছিলাম কয়েকটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করবার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় যাব। সুতরাং...


...এই সুযোগ ছাড়ব না। তোমার সঙ্গে মিশরে যাব।
আমরাও !
সত্যি তো ?
ভৌ !


আমি সঙ্গে নৌকো এনেছি, সমুদ্রতীরে নোঙর করা আছে।
কিছু জিনিস গুছিয়ে নিই, তার পরেই আমরা রওনা হব।


আয় গোঁয়ার্তুমিক্স, মিশরে যাই!
ওকেও নিয়ে যাচ্ছে না কি?


নিলে ক্ষতিটা কী শুনি?
ও এখনও ছোট, এত দীর্ঘ যাত্রা সহ্য হবে না—ক্ষতি এই, বুদ্ধুরাম!


তার ওপর, মিশর হল বেড়ালের দেশ, পোঁটলাপুঁটলি বাঁধো। ওকে নিয়ে যাওয়া চলবে না।
চলবে না! বললেই হল! সবসময় হুকুম! আমি যেন মানুষই নই!


একটু পরে...
তোমরা নিল নদের দেশে গলের প্রতিনিধি। আমাদের সম্মান রক্ষা কোরো আর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে না পড়ে!
ধন্যবাদ ও বিদায়, দলপতি বিশালাকৃতিক্স!
অ্যাই!


অ্যাই
অ্যাঁ!


না, না, গান নয়। মুখ বন্ধ রাখো।
গুম
গুম
গুম


কিন্তু আমি গাইতে চাইনি... বলছিলাম, ও আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।


পরে...
ভৌ!
?


আমি ভৌ করেছি। কথা বলতে দিচ্ছ না, তাই ভৌ করছি।
থাক মাথামোটা। কুতুয়াকে এবার ঝোলা থেকে বের করো।
ওই আমার বজরা!


এবার যাত্রা শুরু করব, পাল তোলা হোক !
সত্যি বলছি, অ্যাসটেরিক্স, ও কী করে আমার কোলায় ঢুকল বুঝতে পারছি না !
ও, তাই নাকি ? সে তো ভারী আশ্চয্যি !




বন্ধুদের বজরা এগিয়ে চলল মিশরের দিকে...


মিশরে আমাদের বহু লড়াই করতে হবে। শ্রমিক-সমস্যা আছে, সময়ও কম, রোমানরা চাইবে আমাদের বাধা দিতে যাতে রানি বাজি না জেতেন...


—কিন্তু সবার ওপরে আছে ভেজালোদিস, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। হিংসে করে, কিন্তু ওর প্রচুর ট্যালেন্ট...
মানে, প্রতিভা ?


না, না ! ট্যালেন্ট— মিশরীয় মুদ্রা। ও খুব বড়লোক।


এ ছাড়া, যাত্রাপথে জলদস্যুর ভয় তো আছেই।
জলদস্যুদের ভার আমাদের দেওয়া হোক, কী বলো ওবেলিক্স ?


একটু দূরে...
ভাইসব, এই জাহাজ কিনতে ছেলেকে বন্ধক রাখতে হয়েছে। খুব সাবধানে কাজ করে চটপট দেনা চুকিয়ে দিতে হবে। সেই দুই গলকে এড়িয়ে চলব।


মিশরীয় জাহাজ আ-স-ছে


চমৎকার ! ভাগ্য ফিরে যাবে আমার এবার। সবাই অস্ত্র হাতে নাও !


দিশারী কী বলছে ?


বলছে, জলদস্যু এদিকেই আসছে।
সত্যি ? আবার বলো ?!


ওই আসছে ! ই-য়ো-হো !
ই-য়ো-হো !


অ্যাঁ ! এ কী দেখছি ! এ সত্যি হতে পারে না ! সেই দুই গল ! পালাও !


পালাতে পারব না। সর্দার ! ওরা খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে।


জাহাজ ভেঙে দাও। এখুনি ! তাতে অন্তত পিটুনি খেতে হবে না।


পরে...
যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। এই তো ব্যাপার।
ফের কথা কইলে জলে ফেলে দেব !!!


বিশ্বাসঘাতক ! বদ ! আর তোদের সঙ্গে খেলব না !!!
অবিশ্বাস্য ! তোমাদের দেখে সোজা নিজেদের জাহাজ ডুবিয়ে দিল !
ওই জলদস্যুদের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের পরিচয় কিনা।


দীর্ঘ যাত্রার শেষে...
ওই আলোটা কীসের, অট্টালিস ভাই ?
ওটা ফারোজের বাতিঘরের আলো। জাহাজকে পথ দেখায়।


কাল আমরা আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছব।
বাতিঘর ? এদের মাথায় গণ্ডগোল !
এ যে বিশ্বের এক মহাবিস্ময়, ওবেলিক্স !


পরদিন ভোরে...
ডাঙায় পৌঁছেই তোমাদের মহারানি ক্লিওপেট্রার দর্শন করাব।

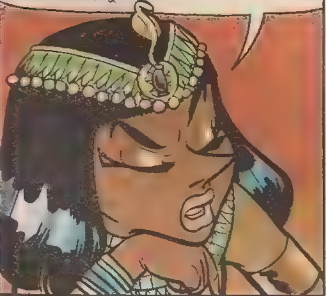

মহারানি তখন নিজের প্রাসাদে তাঁর পছন্দের প্রাতরাশ করছেন— ভিনিগারে গলানো মুক্তো দিয়ে
মুক্তো তোলার চিমটেটা গেল কোথায় ?


নাও, পরীক্ষক, বিষটিস আছে কি না দ্যাখো !
হ্যাঁ, মহারানি
ওইটুকু ভিনিগারে চারটে মুক্তো !


অ্যাঃ ! কী বিচ্ছিরি খেতে !


অট্টালিস একবার হাজির হতে চায়, মহারানি !
আসুক।

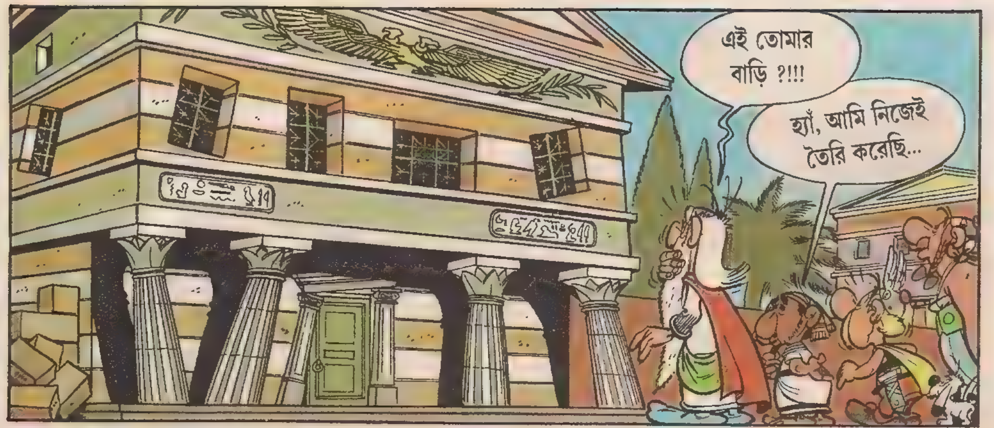

হে মহারানি ! এরা আমার গলদেশীয় বন্ধু—এক জাদুকর ও দুই সাহসী যোদ্ধা। আমাকে সাহায্য করতে এসেছে...
গোঁয়ার্তুমিক্স !
গররররররর


বেশ, বেশ, জলদি কাজ শুরু করে দাও। সময় কিন্তু কমে আসছে। কাজটা করতে পারলে ভাল, না হলে মরতে হবে, বুঝলে ?


এদিকে, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেজালোদিস হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরছে কারণ আমি তোমাকে এই প্রাসাদ তৈরির ভার দিয়েছি। ও তোমার কাজ পণ্ড করতে চাইবে।


মহারানি বদমেজাজি বটে, তবে খুব সুন্দরী।
অসাধারণ !


আমার বাড়িতে চলো...


এই তোমার বাড়ি ?!!!
হ্যাঁ, আমি নিজেই তৈরি করেছি...


দরজাটা একটু কোনাচে। হিসেবে ভুল করে ফেলেছিলাম।
দাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি...


কড়াত !
না ! না !


রাগ কোরো না। এতেই বেশি সুবিধে হবে...


সিঁড়িটা সাবধানে।
মনে হচ্ছে, তোমার সত্যিই সাহায্য দরকার, অট্টালিস।


এই কাজের ঘর। এই হল অক্ষরিস, আমার সেক্রেটারি। ও তোমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে। তা ছাড়া লাতিন, গ্রিক, কেলটিক-সবই জানে...


কাজটা কেমন, অক্ষরিস ?
ভাল, আরামেই আছি...

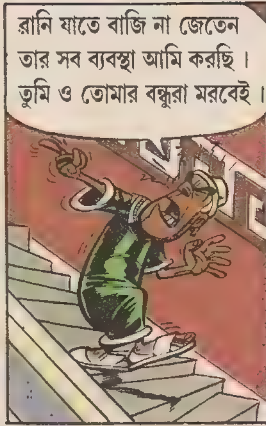

সেক্রেটারির কাজ কোথায় শিখলে ?
ডাকযোগে। খুব নামকরা এক সংস্থা থেকে...

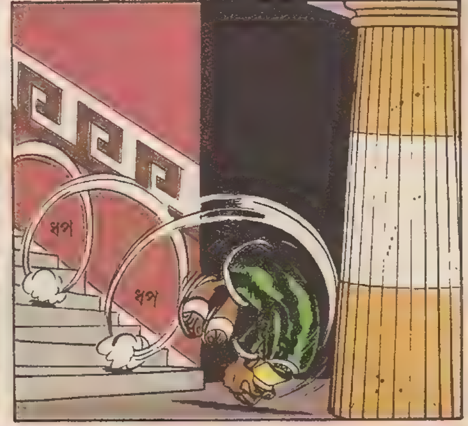

ওরা বলত, যে আঁকতে পারে, সে লিখতেও পারে।


ভেজালোদিস দেখা করতে চায় ? ওকে আসতে বলো ।

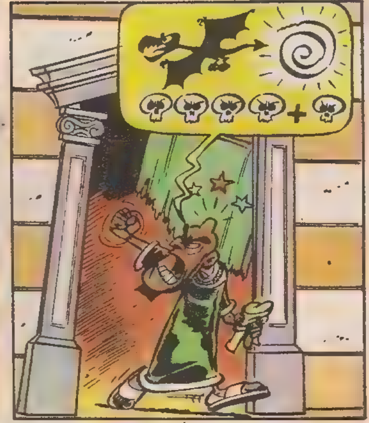
প্রাসাদটা দু'জনে মিলে তৈরি করলে কেমন হয় ? সফল হলে পুরস্কারের সোনা ভাগ করে নেব...

...না হলে, তুমি একাই কুমিরের খাদ্য হবে । একজন আছেই যখন, দু'জন মরার দরকার কী ?

কখনও না ! তোমার ধরনধারণ আমার পছন্দ নয় । তুমি ক্রীতদাস দিয়ে কাজ করাও, শ্রমিকদের খাটিয়ে মারো । তুমি নিষ্ঠুর !

রানি যাতে বাজি না জেতেন তার সব ব্যবস্থা আমি করছি । তুমি ও তোমার বন্ধুরা মরবেই ।


ধপ
ধপ

ঠ্যকাস !


দমাস !


মুখে কিছু আটকায় না !
পারলে চিবিয়ে খায় !
হিংসুটে !
ওসব বোলো না...

আমার কুমিরগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ।
গোঁয়ার্তুমিক্স !

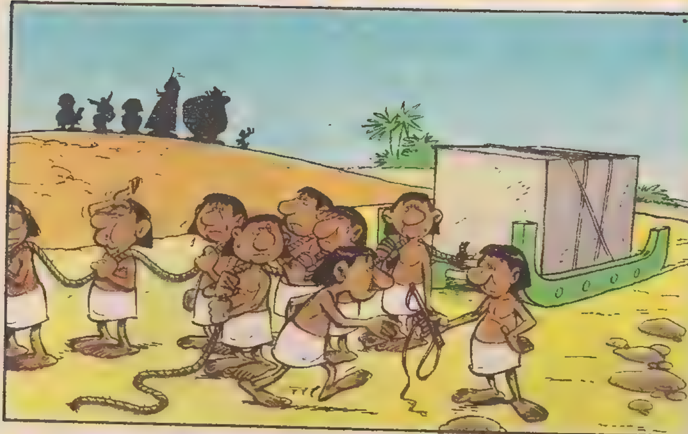
এখন আমার সঙ্গে কাজের জায়গায় এসো । দেখবে আমরা কীভাবে কাজ করি...
ধপাস !


এখানেই প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তর থেকে ভাল পাথর আনিয়েছি...


ওরা কি, ক্রীতদাস ?
না, না ! ক্রীতদাসেরা আর কাজ করতে চায় না, তারা স্বাধীনচেতা কিনা ! ওরা মুক্ত শ্রমিক।


কিন্তু চাবুক ?
মিশরে আমরা চাবুকের শব্দেই কাজ করি, শ্রমিকেরা পালা করে চাবুক হাতে নেয়...
চটাস !


দ্যাখো এবার...
ভোঁ-ও-ও-ও




!
!
চটাস !

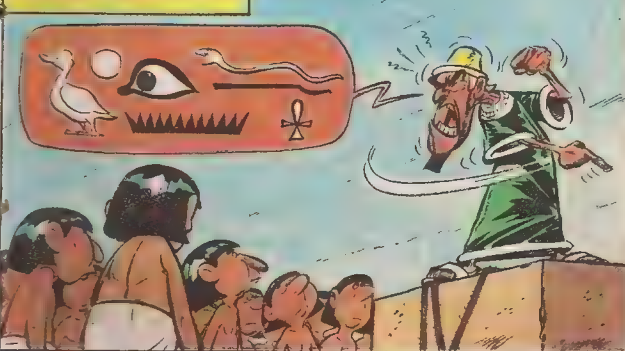

অদ্ভুত নিয়ম !
কেন ? ভাল নয় ? সবাই খুশি থাকুক। সকালে আলসেমি কাটানোর জন্য চাবুকের মতো কিছু নেই।


ভোঁ-ও-ও-ও
দুপুরে খাওয়ার সময় হল। এসো, প্রাসাদের নকশা দেখাই।
কিন্তু ওরা দু'জন তো এখনও কাজ করছে ?


ওরা ওভারটাইম করছে।
চটাস !


দ্বিপ্রাহরিক খিচুড়ি* খাওয়ার সময় শ্রমিকদের কাছে এল এক আগন্তুক...
*মিশরের বিখ্যাত খাবার


?!
!?!
?!
?!?
?
?!
?


...যার বক্তব্য শ্রমিকরা মন দিয়ে শুনল ।


হে হে হে !


খাওয়ার ঘন্টা শেষে...
ভোঁ-ও-ও-ও
ও-ও-ও


...তারা বুঝিয়ে দিল...

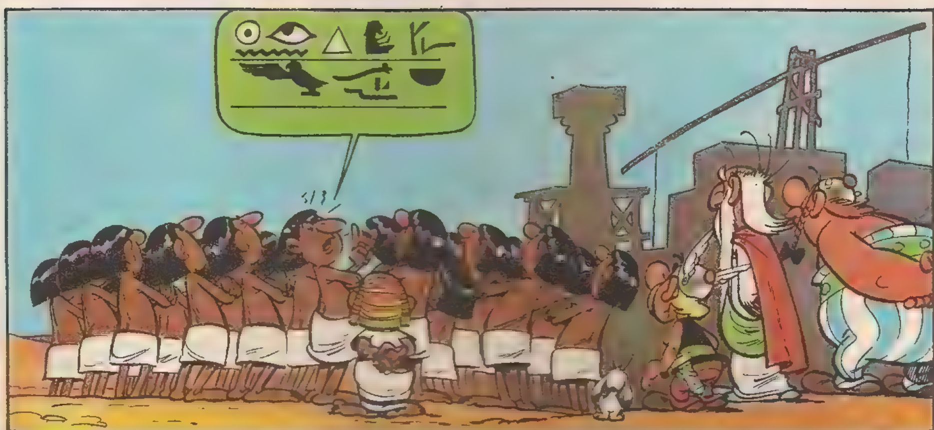

...যে কাজ করতে তারা তারা আগ্রহী নয় ।


মালিক : শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ! বোধ হয় কেউ ওদের আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে ।
?


উফ ! রোগা হয়ে যাব ! কুমিরগুলো আমায় খেতে চাইবে না ।
সেটাই তো ভাল ! ওদের খাদ্য হতে তো তুমি চাও না !


কিন্তু ওরা পবিত্র কুমির ! ওদের যা-তা খেতে দেওয়া যায় না !
আরে ! মিশরীয়রা পাগল !


দেখি আবার
কী হল !




যা ভেবেছি তাই। ওরা আরও কম চাইছে।
কম ? না বেশি ?

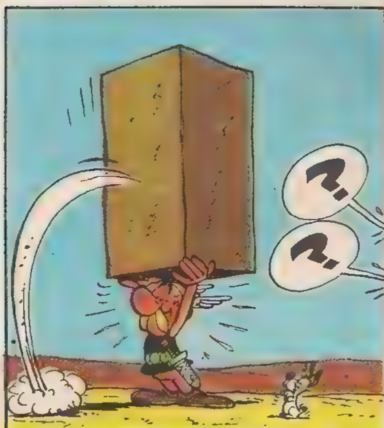

না, না, বেশি হবে কেন ? ওরা তো মাইনে বাড়াতে চায় না। ওরা চাইছে আরও কম চাবুক চালানো হোক। সেটা মেনে নিলে কাজের গতি কমে যাবে, আর প্রাসাদও ঠিক সময়ে শেষ হবে না।

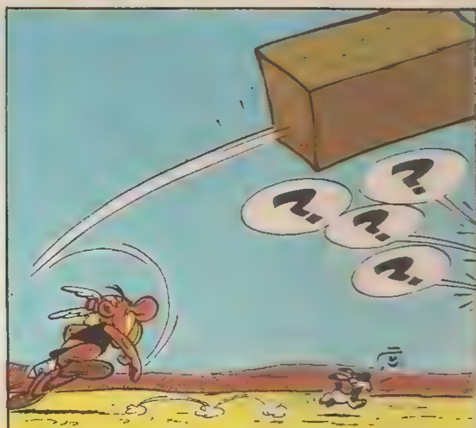

দুর ! চাবুক আর চাবুক ! মাথা খারাপ করে দিলে ! চাবুক কি ভদ্রলোকে চালায় ? অ্যাসটেরিক্স, ওই হাঁড়ির তলায় আগুন জ্বালাও তো !

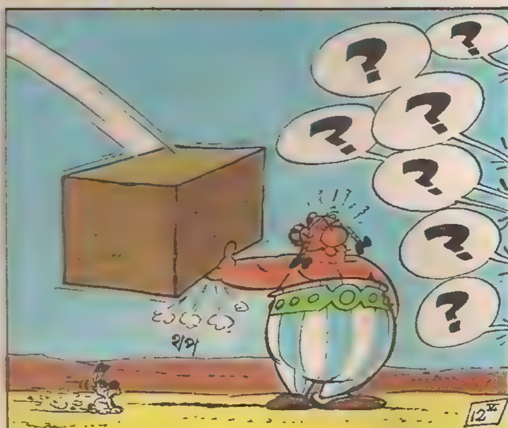

তোমাকে দেখাচ্ছি, কেমন করে শ্রমিকদের কাজ করাতে হয়।


না, তুমি না !

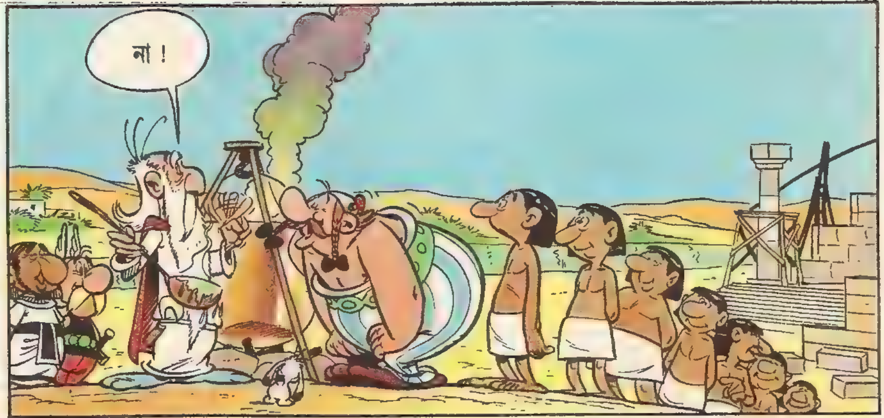

ওদের একটা নমুনা দেখাও, অ্যাসটেরিক্স।






থপ

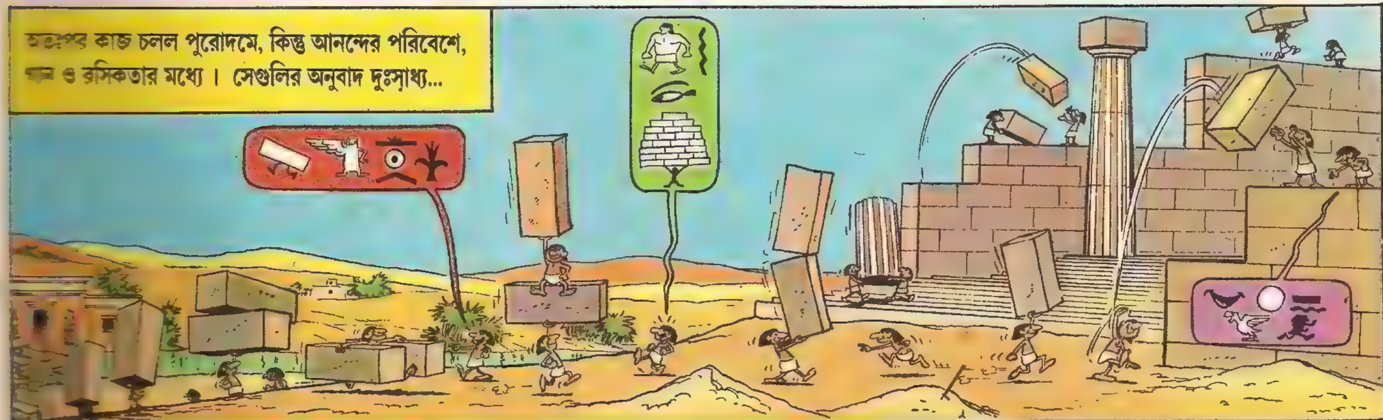

ইন্দ্রজাল বটে !
বটেই তো ! তোমার শ্রমিকদের সার বেঁধে দাঁড়াতে বলো । আমি প্রত্যেককে জাদু-পানীয় দেব ।


না !

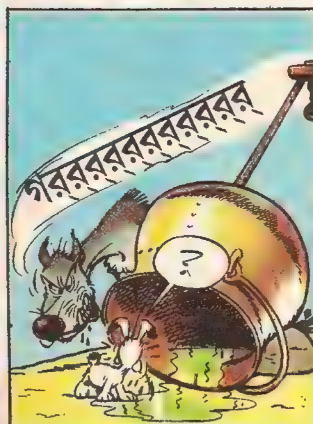

বেশ !

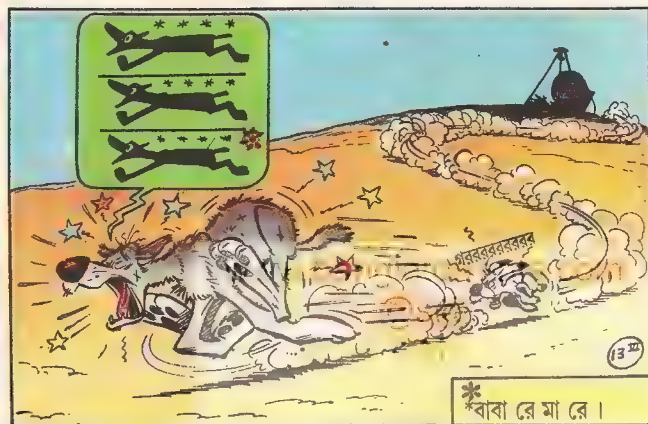

না !

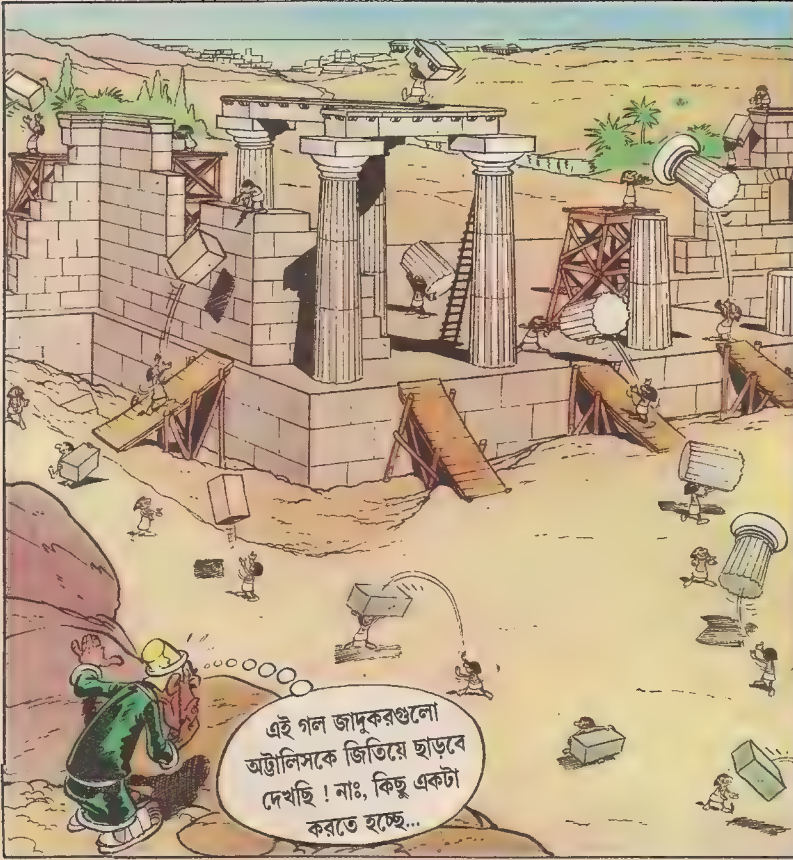

ছদ্মবেশ নিলাম ; তবুও চিনে ফেলল ?


কাজ চলল পুরোদমে, কিন্তু আনন্দের পরিবেশে,
ও রসিকতার মধ্যে । সেগুলির অনুবাদ দুঃসাধ্য...


বাস ! নিশ্চিন্ত !


গরররররররররর
?


*বাবা রে মা রে ।


এই গল জাদুকরগুলো অট্টালিসকে জিতিয়ে ছাড়বে দেখছি ! নাঃ, কিছু একটা করতে হচ্ছে...

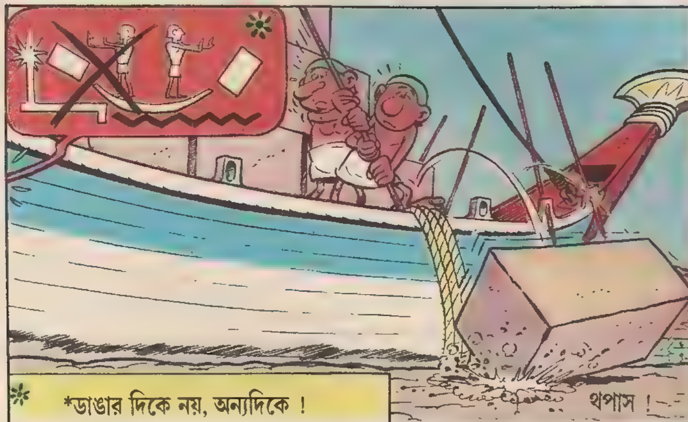

দুষ্টামিস !
বলুন মালিক !


দক্ষিণ থেকে পাথর নিয়ে কিছু নৌকোর আসার কথা আছে । সেগুলো যেন এখানে না পৌঁছয়... মুদ্রা দিলাম, কাজে লাগিয়ো !




দুষ্টামিস নৌকোগুলো খুঁজে পেল । আর স্বর্ণমুদ্রার কল্যাণে শিগগিরই নৌকোর মালিকের মতিভ্রম ঘটল...

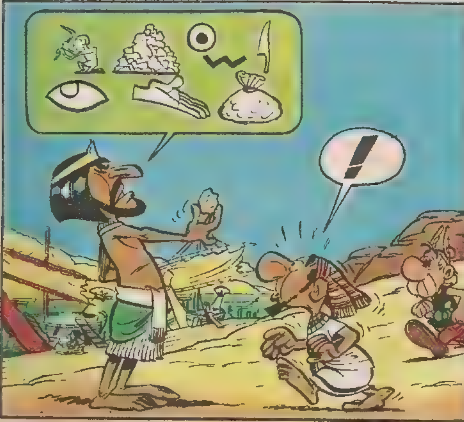

পাথর নামাও !


*ডাঙার দিকে নয়, অন্যদিকে !
থপাস !


নাবিকেরা তর্ক করে না, শুধু হুকুম মানে...
থপ !
ঝপাস !
*যা বলছে করো ! কারণ জানার কী দরকার ?
*যাই বলো, মালিকের মাথা খারাপ !


ওরা বসে আছে কেন ?
আর পাথর নেই । চিন্তায় পড়লাম, দক্ষিণ থেকে পাথর নিয়ে নৌকোগুলো এখনও এসে পৌঁছল না কেন ।

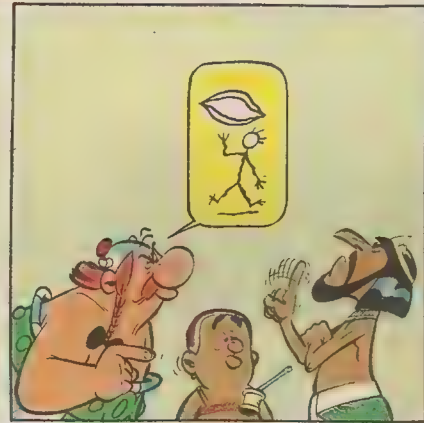

অট্টালিস ! নৌকোর মালিক পাথর নিয়ে আসছে !
এতক্ষণে !


!

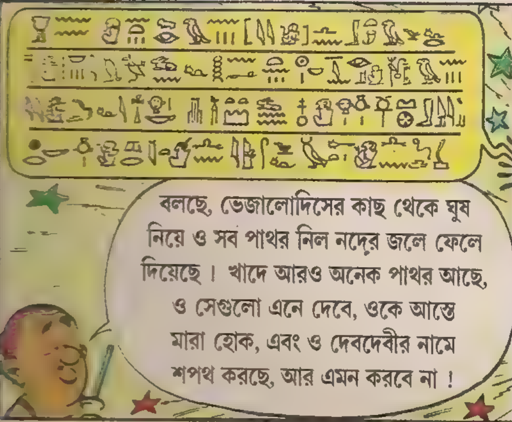

ও বলছে, খাদে পাথর নেই । শুধু নুড়িটা পাওয়া গেছে । ওকে টাকাপয়সা দিয়ে দিতে হবে ।
সব মিথ্যে কথা !


আমি ওর সঙ্গে কথা বলি ?
বেশ, কিন্তু বেশি জোরে নয় ।


তোমাদের ভাষায় "মুখ খোলো !" কীভাবে বলে ?



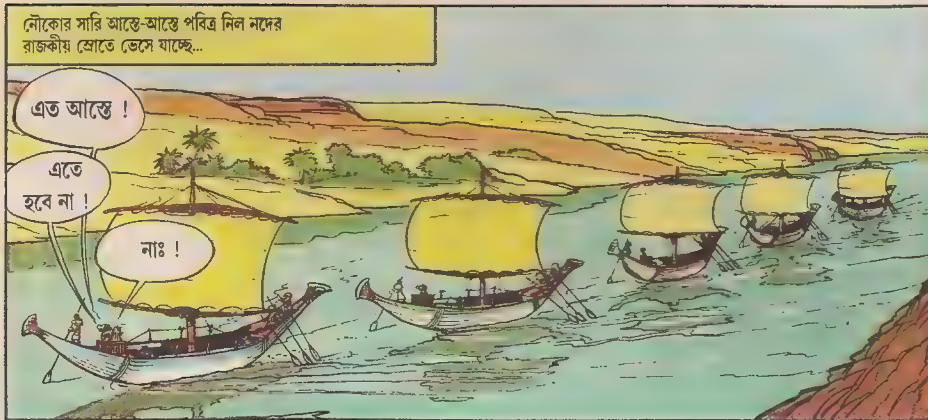

থাপ ! থাপ ! থাপ ! থাপ !
ভৌ ! ভৌ ! ভৌ !


বলছে, ভেজালোদিসের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ও সব পাথর নিল নদের জলে ফেলে দিয়েছে । খাদে আরও অনেক পাথর আছে, ও সেগুলো এনে দেবে, ওকে আস্তে মারা হোক, এবং ও দেবদেবীর নামে শপথ করছে, আর এমন করবে না !

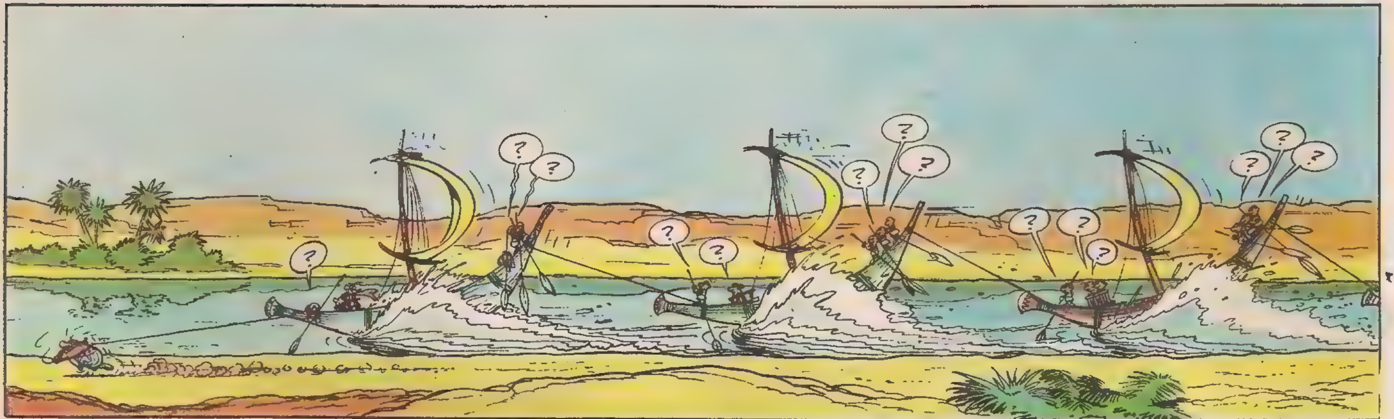

নাঃ, ওকে একা ছাড়ব না । আমরা সঙ্গে গিয়ে পাথর নিয়ে আসব ।
নিশ্চয়ই, কিন্তু খুব দ্রুত ! সময় কম !
থপ !


একটু পরে....
আমরা নিল নদ ধরে দক্ষিণ দিকে যাব।


ভেজালোদিসের আড্ডায়...
জাদুকররা নৌকোয় চড়ে পাথর আনতে গেছে। তুমি দেখবে, ওরা যেন না ফিরে আসে। উপায় বাতলে দিচ্ছি...


নৌকোর সারি আস্তে-আস্তে পবিত্র নিল নদের রাজকীয় স্রোতে ভেসে যাচ্ছে...
এত আস্তে!
এতে হবে না!
নাঃ!


পাড় ধরে নৌকোগুলো গুণ টেনে নিয়ে গেলে কেমন হয়?
এবার একটু ব্যায়াম হবে।
?


?

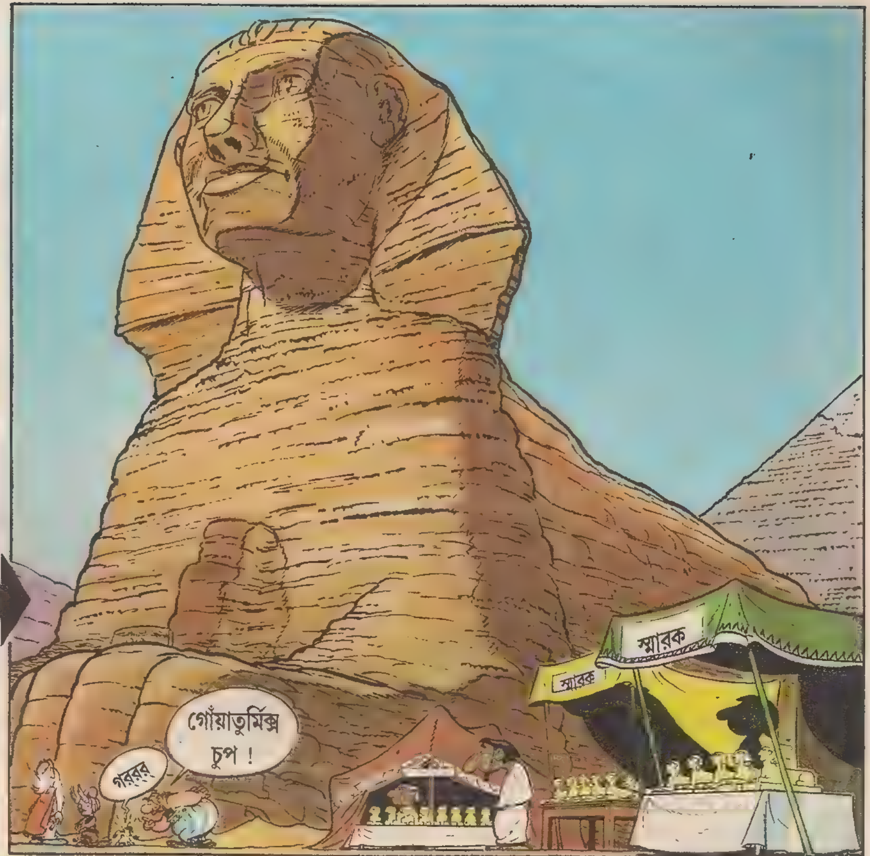

তুতের শপথ! জানি ও শৈশবে জাদু-পানীয়তে পড়ে গিয়েছিল। তবু ছেলেটি অবাক করে দেয়।


রাতে পাড়ে গিয়ে খাওয়াদাওয়া...
শুধু খিচুড়ি! এর পর আমি দুর্বল হয়ে পড়লে তোমরাই অবাক হবে।
কাল স্ফিংস ও পিরামিড দেখতে যাব। এসেই যখন পড়েছি...


কিন্তু, রাতের আঁধারে এক অজানা শত্রু লুকিয়ে...
হে!
হে!
হে!


ওঠো, কুঁড়ে কোথাকার ! রোদ উঠে গেছে । চলো, পিরামিড দেখতে যাই !
উম্‌ম্‌ ! আর একটু !


একটু পরে...
বলো, কী দেখছ ? আমাদের এতদূর আসার কষ্ট সার্থক, না ?
বেলিসামার শপথ ! অনন্য সৃষ্টি !

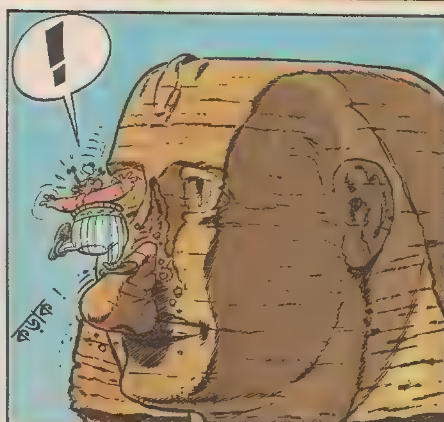

স্মারক
স্মারক
গরর্‌র
গোঁয়াতুর্মিক্স চুপ !

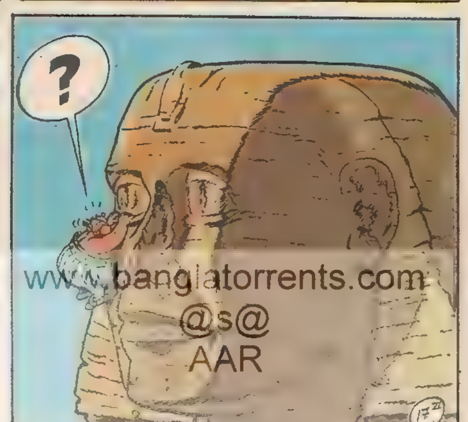

মহামান্য বিদেশি, স্ফিংসের সঙ্গে আপনার প্রতিকৃতি খোদাই করিয়ে নিন ।
সে মন্দ হয় না । আমার কুঁড়েতে বেশ লাগবে ছবিটা ।


আমরা এগোই ।
বেশ !
মুখটা ঘুরিয়ে দিন, কাঁধ সোজা রাখুন । নড়বেন না !


ওপর থেকে কেমন দেখায় ? দেখি তো !
না, ওবেলিক্স ! ওঠা বারণ !


অ্যাস্টেরিক্স সবসময় হুকুম করে !


!
কড়াক !


?

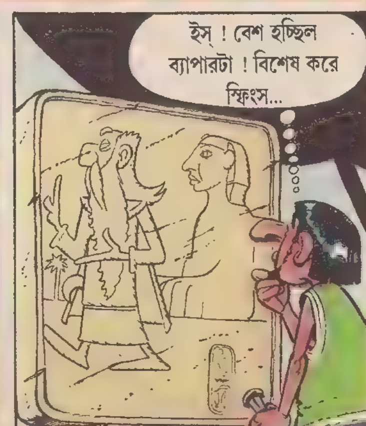
শাবাশ ওবেলিক্স ! শাবাশ !
থপ থপ থপ
হুঁ ?

ওটাকে জোড়া যায় না ?
ভাঙচুরে ওস্তাদ এসেছেন ! কেউ দেখেনি তাই রক্ষে ! বালির নীচে নাকটা পুঁতে ফেলতে হবে ।



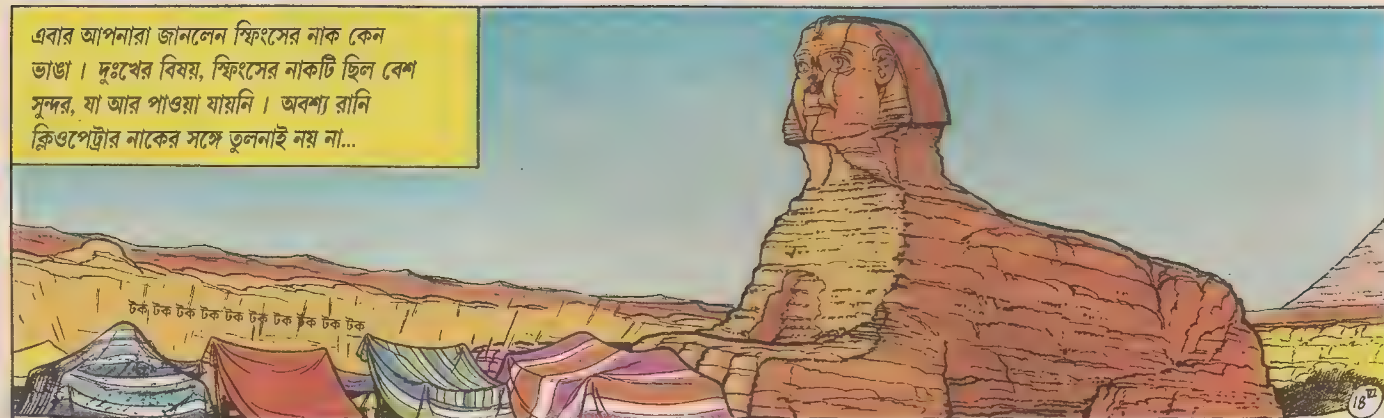
গোয়ার্তুমিক্স !!!

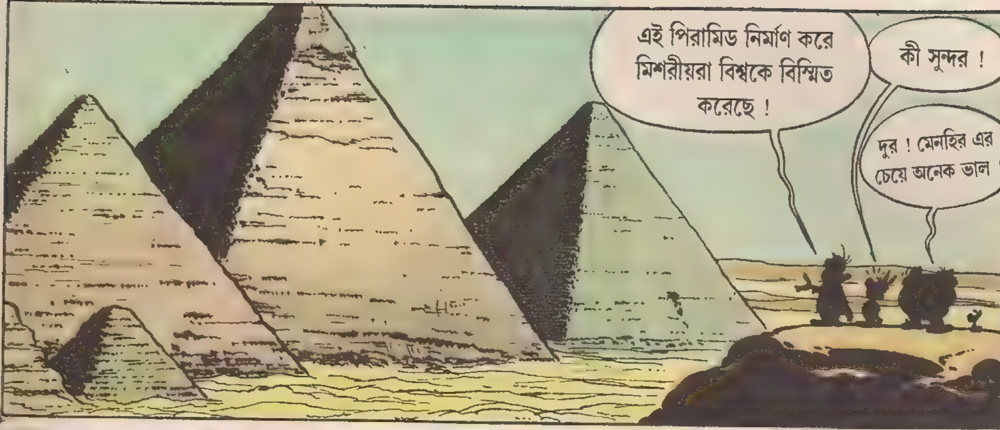
পুরোহিত, যেতে হবে । পরে সব বলছি ।
'বলছি' মানে ? বলার দরকার কী ?
কিন্তু আমার প্রতিকৃতি শেষ হয়নি ।
?



কিন্তু...
স্ফিংস !?






এই পিরামিড নির্মাণ করে মিশরীয়রা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে !
কী সুন্দর !
দুর ! মেনহির এর চেয়ে অনেক ভাল !


এই পিরামিডের ওপর থেকে ২০ শতাব্দী আমাদের দেখছে !


পিরামিডের ভেতর ঢুকবেন ?
আমি ভাবছিলাম এগুলোর ভেতর প্রবেশ করা অসম্ভব...
মিশরীয়রা পাগল !


চোরেরা তো পিরামিডের ভেতর ঢোকেই, কিন্তু বেরোয় খুব কম...


কিন্তু আপনারা যদি এই অধমের ওপর ভরসা করেন...
বেশ, চলো যাওয়া যাক ।


ছোট্ট কুতুয়ারা ওর ভেতর যায় না । তুমি বাইরে বোসো । দুষ্টুমি না করলে একটা হাড় পাবে ।


পিরামিডের ভেতরে...
আমাকে চোখের আড়াল করবেন না । পথ হারালে জীবন্ত বেরোতে পারবেন না কিন্তু...


আসুন, আসুন । এই কক্ষের চিত্রলিপি অসাধারণ !


দড়াম
?!
আর কোনওদিন এখান থেকে বেরোতে পারবেন না ! এ সমাধিই হবে আপনাদের সমাধি !


যদি ওরা এখান থেকে বেরোয় এ জীবনে মাথা কামাব না ।

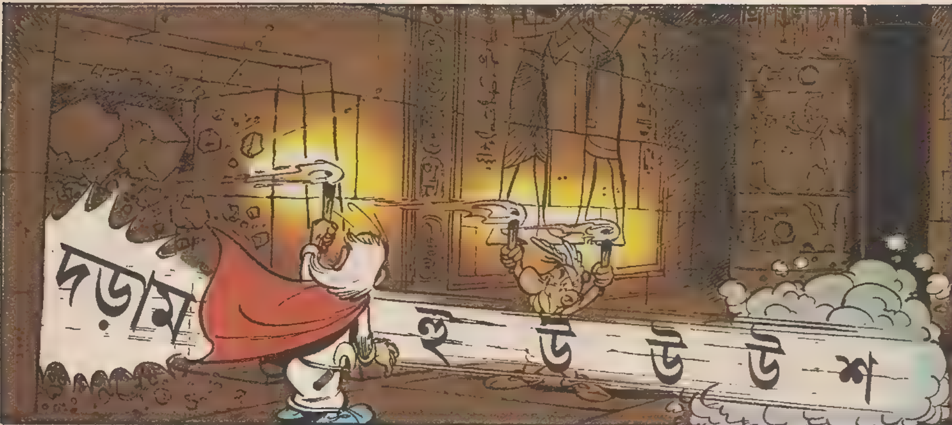



প্রথমে এই দরজাটা খুলতে হবে ।
মেনহির নিয়ে এরকম বিপদে পড়তে হয় না !...


এই প্রথমবার, ওবেলিক্স, অবস্থা বুঝে, তোমাকে একটু জাদু-পানীয় দেব ।
সত্যি ?
বলছে তো ।


এক, দুই, তিন... এতেই হবে ।

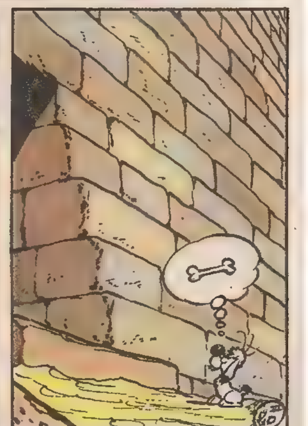

এবার, দরজাটা ভাঙো !
ভাগ্যিস পিরামিডের ভেতর ঢুকেছিলাম !

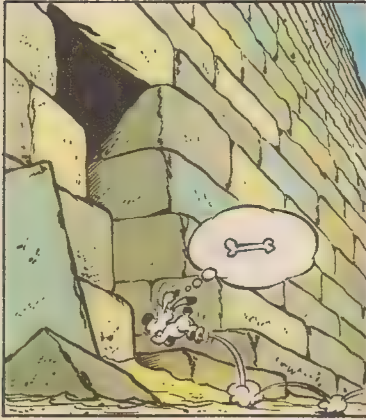

দড়াম
হু উ উ উ শ


জাদু-পানীয় খেয়ে কোনও তফাত বুঝছি না তো !


এই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে বেরনোর পথ খুঁজে বের করতে হবে !
সেটাই হবে কঠিন !


বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে...
এই নিয়ে দশবার ঘুরে ঘুরে এখানে পৌঁছলাম... ফারাওয়ের স্থপতির বুদ্ধিটা প্যাচালো ছিল বটে...
গভীর সমস্যা ।
ভীষণ গভীর—আমার আমার খিদে পেয়েছে





পিরামিডের ভেতরে...
আমার জাদুর সাহায্যে এখান থেকে বেরনো সম্ভব নয়...আমাদের অভিযান এখানেই শেষ !
আমার কষ্ট হচ্ছে অট্টালিসের জন্য। আমাদের সাহায্য ছাড়া ওর মৃত্যু অবধারিত।

আর আমার কষ্ট হচ্ছে গোঁয়ার্তুমিক্সের জন্য...না, রে কুতুয়া ?
কুতুয়া !!

হ্যাঁ, কুতুয়া। তাতে হলটা কী ? ওকে আমি সঙ্গে আনিনি, ও নিজে থেকে রাস্তা খুঁজে এসেছে !

তাই তো বলছি ! ও গন্ধ শুঁকে পথ খুঁজে পেয়েছে... আবার ও বাইরে যাওয়ার পথও খুঁজে নিতে পারবে।
ঠিকই তো !

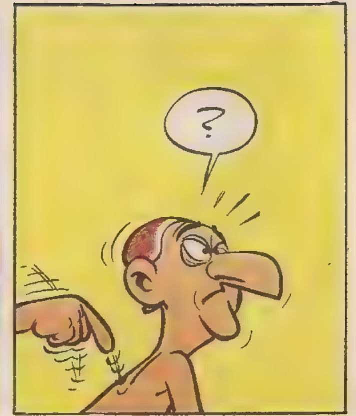
গোঁয়ার্তুমিক্স, আমাদের বাইরে নিয়ে চল, তা হলে একটা হাড় পাবি, মস্ত বড় হাড় !

দু'টো হাড় পাবি !

এক ঢিপি হাড় !

মাপ করো, ওবেলিক্স। ওকে এনে তুমি অন্যায় করোনি।
আমি কী বলছি, ও সব বুঝতে পারে বোধ হয় !


*বিদেশিরা হারিয়ে গেছে। আর খোঁজার দরকার নেই।
* বুঝেছি।


?


জাদুকর ! তোমরা জাদুকর ! শুধু অলৌকিক শক্তির সাহায্যেই এ অসম্ভব সম্ভব করা যায় !


থপাস


নৌকো আবার নিজের পথে এগিয়ে চলল...
চাকুম চাকুম


ওরা অনেক চমৎকার জায়গা দেখল...
না, না ! ওইরকম স্তম্ভ আমাদের গ্রামের মাঝখানে ? লোকে হাসবে !
তুমি কি আমার কথায় সায় দেবে না ?


সেই সময়, আলেকজান্দ্রিয়ায়...
মালিক, ওরা সত্যিই জাদুকর। অলৌকিক ক্ষমতা ওদের !
!?


ওরা পিরামিডের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এল !
ইন্দ্রজাল নাকি ?


তবু ওদের বাধা দেওয়ার উপায় বের করতে হবে, বুঝলে ?


বেশ কিছুদিন পরে...*
স্বাগতম ! কেমন বেড়ালে ?
পাথর যা এনেছি তাতে প্রাসাদ শেষ হয়ে যাবে ।
*নিল নদ ধরে নৌকোযাত্রা শেষ করতে বহুদিন লাগে ।


জাদু-পানীয়ের দৌলতে শ্রমিকেরা কাজ করছে...
আমি সব ঠিকঠাক না করে দিলে প্রাসাদ দু'দিনে ধসে যেত !
শুনছ, রানি প্রাসাদ দেখতে আসছেন !


তারপর...


কাজ থামিয়ো না ! আমি এখানে ছদ্মবেশে এসেছি শুধু দেখতে ।


নাকটা দ্যাখো !
আহা ! অতি উত্তম !
নাকটা দেখেছিস ?


সেই সময়,
বাড়িতে...
মতলব ! একটা মতলব চাই !

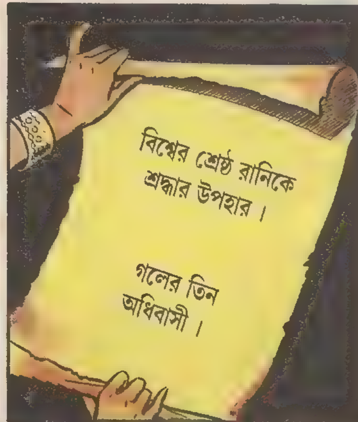

কী হল ! ভাবো ! আর মাথাটা কামাও !
তা হয় না, শপথ করেছি...


মতলব ! পেয়েছি !
ঠক !


রানি ক্লিওপেট্রার কাছে
এই উপহার নিয়ে যাও।
হ্যাঁ, মালিক!


পরে...
উপহার? রাখো!


একটি কেক! আর
সঙ্গে চিঠিও আছে।


বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রানিকে
শ্রদ্ধার উপহার।
গলের তিন
অধিবাসী।


এবার তুমি
যাও।


ভারী সুন্দর ওঁর
নাক!
কে আছ!

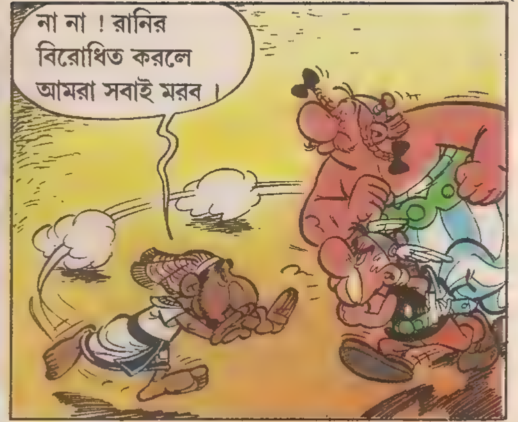

ওই কেক আজ
রাতে আমায় দেবে।


একাই থাকব। ৪০ জন
নাচিয়ে হলেই হবে,
৮০ জন বাদ্যকর আর
৩০০ সাধারণ রান্না
থাকবে...


সেই সন্ধ্যায়, প্রাসাদের
নির্মাণস্থলে...
এসো, এসো।
অনেকদিন পরে বুনো
শূকর পেয়েছি...


তিন গলযোদ্ধাকে গ্রেফতার
করার হুকুম আছে।
মহারানির হুকুম।
?!


কী করব ? ওদের আপাতত থাপ্পড় মারি ?


না না ! রানির বিরোধিত করলে আমরা সবাই মরব !


খানিক পরে...
এই যে গলযোদ্ধারা ! ওই কেকের মধ্যে বিষ পুরে আমায় হত্যা করতে চেয়েছিলে ? এবার তোমরা মরবে !
কেক ? কোন কেক ?


খাদ্যপরীক্ষককে আনো !
চটাস !


ও কেকের একটা ছোট্ট টুকরো খেয়েছিল, তাতেই এই অবস্থা !
কিন্তু এ-কথা মিথ্যে । আমরা কিছুই জানি না ।
*বাবা রে, মা রে, গেলুম !


আমি আর-একটা কথাও শুনব না !
কিন্তু...
উনি যদি কিছু না শুনতে চান, তবে আমরা কিছু বলব না— আপাতত...


ওদের আটক করো ! কাল কুমির দিয়ে খাওয়াব !


কিন্তু আমাকে কিছু বলতে দিলে না কেন ?
একটা মতলব আছে...


তার ওপর, ক্লিওপেট্রাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া ঠিক নয় । ওঁর মেজাজ সাঙ্ঘাতিক, কিন্তু নাকটি অসাধারণ...
25


উফ ! আজ আবার বুনো শূকর ছিল...
অ্যাসটেরিক্স, জলের পাত্রটা দাও তো !


এটা কী, পুরোহিত ?
এটা বিষক্ষয়ী । ভাগ্যিস সঙ্গে এনেছিলাম...

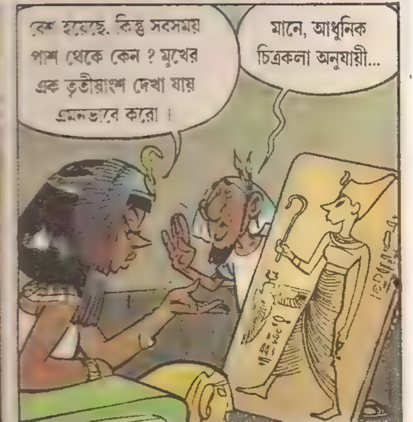

খাও !
'বিষক্ষয়ী' মানে ?

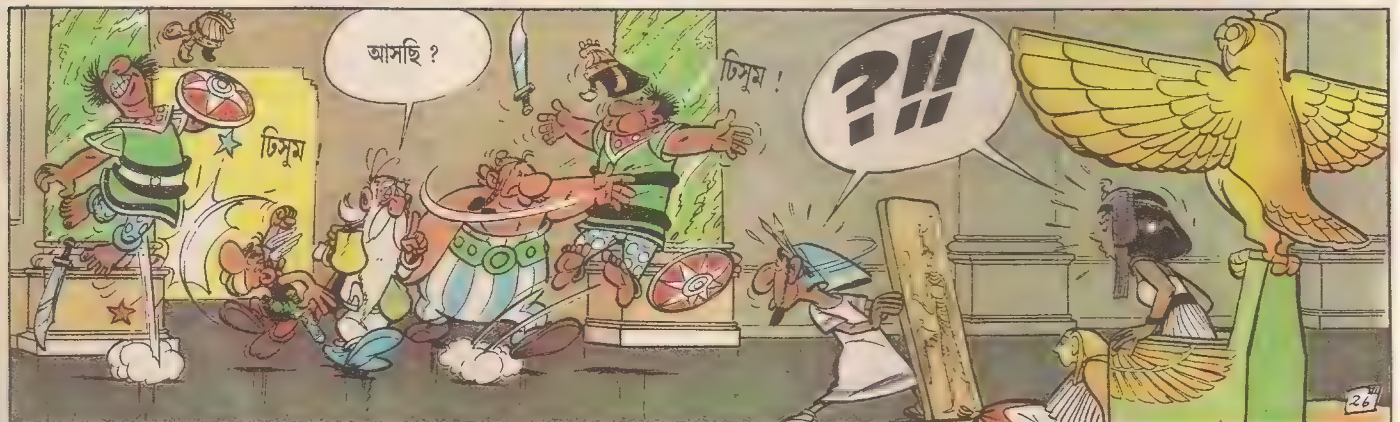

দরজাটা ফাঁক করো, ওবেলিক্স !


সরে যাও ! আমরা বেরোব !
হাঃ হাঃ !


ঝনাত


বললাম সরতে, তবু কানে তোলে না...
এবার রানির কাছে চলো !


বেশ হয়েছে, কিন্তু সবসময় পাশ থেকে কেন ? মুখের এক তৃতীয়াংশ দেখা যায় এমনভাবে করো !
মানে, আধুনিক চিত্রকলা অনুযায়ী...


আসছি ?
টিসুম !
টিসুম !
?!!
26


তোমরা যখন আমাকে হত্যা করতেই চাইছ, আমি দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব রানি কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন ।
আরে, তা নয় । একবার আমাদের বক্তব্য শুনুন ।


ওই কেকে বিষ ছিল না । ওটা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি ।
তাই নাকি ? কে আছ ? কেকটা এখানে নিয়ে এসো !
চটাস !


আমরা সেটাই বলছিলাম, মহারানি...
কাছাকাছি কোনও ছুরি আছে ?
হ্যাঁ, ওই তো ।


এটা নেব ?


কেকটা তিন টুকরো করে কাটো ।
বেশ, বেশ !


তিন টুকরো, ওবেলিক্স !

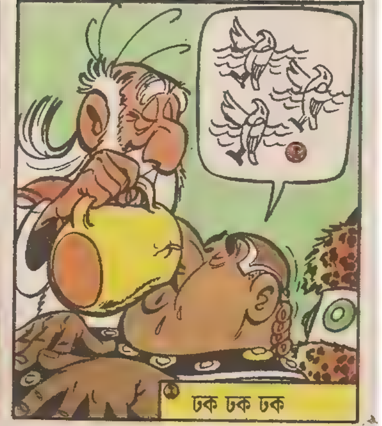

হ্যাঁ, তিন টুকরোই তো কেটেছি !
আচ্ছা পেটুক !


অনেক আখরোট আছে...
কচাত্‌ কচাত
কচাত
কচাত


দেখুন মহারানি ! এখনও মনে হচ্ছে কেকে বিষ ছিল ?
কিন্তু খাদ্যপরীক্ষকের ওরকম হল কেন ?
ওবেলিক্স !
কিন্তু কয়েকটা আখরোট এখানে রয়ে গেছে...
থপ থপ


পরীক্ষককে আনতে বলুন । আমি ওকে সুস্থ করে দিচ্ছি ।
আমি কিছু করলেই দোষ, তাই না ?
তুমি শেখোনি, কীভাবে মহারানির সামনে আচরণ করতে হয় !


পরীক্ষক, এটা খেয়ে নাও ।
মহারানির সামনে প্রহরীদের কিল মারলে দোষ নেই, আখরোট খেলেই দোষ ?
প্রহরীদের মারা আর আখরোট খাওয়া দুটোরই উপযুক্ত সময় আছে ! সেটা শেখো !


ঢক ঢক ঢক


সুস্থ লাগছে, অনেক ভাল লাগছে !


খিদে পেয়ে গেছে ।
পরীক্ষকের পেটের গণ্ডগোল ছিল, রানি, কেক খাওয়ার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই ।


আমার সন্দেহ করা ঠিক হয়নি, গল পুরোহিত । তোমরা মুক্ত । আর পরীক্ষককে বরখাস্ত করা হল, কারণ ওর পেটের জন্য এমন ভুল করতে হয়েছে ।


ওই কেকে যে বিষ ছিল, তাতে গোটা একটা সেনাবাহিনী উজাড় হয়ে যায় । ভাগ্যিস বিষক্ষয়ী খেয়েছিলাম ।
তোমাদের ধন্যবাদ । পরীক্ষকের চাকরি করতে-করতে আমার জীবন বিষময় হয়ে গিয়েছিল !


চাকরি গেছে, বেঁচে গেছি !


নির্মাণস্থলে চলো ! কে এই জঘন্য কাজ করেছে জানতে হবে ।
অ্যাসটেরিক্স, বিষক্ষয়ী মানে কী ?


পরে...
গোঁয়ার্তুমিক্স, এভাবে লাফালে আমি পড়ে যাব !
ফিরে এসেছ তা হলে ! এদিকে আমার ওপরওয়ালা তো অদৃশ্য হয়ে গেছেন তোমার যাওয়ার পর থেকে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না
!!!


ওবেলিক্স, ভেজালোদিসের বাড়ি যাই। ও নিশ্চয়ই জানে, অট্টালিস কোথায়।


একটু পরে...
এখান দিয়েই যেতে হবে, অক্ষরিসের নির্দেশ অনুযায়ী।
ECOLE


ভাল চাইলে দরজা খোলো!


আবার কে?


এ কী! গ... গগ...


হ্যাঁ, আমরা তোমার মালিকের সঙ্গে দেখা করব।
উনি হয়তো নেই...
চলো গিয়ে দেখা যাক!


মালিক, কেউ দেখা...
?!
ফারাও প্রভাত


তোমরা? ক্লিওপেট্রা তোমাদের মৃত্যুদণ্ড...


স্বীকারোক্তি!

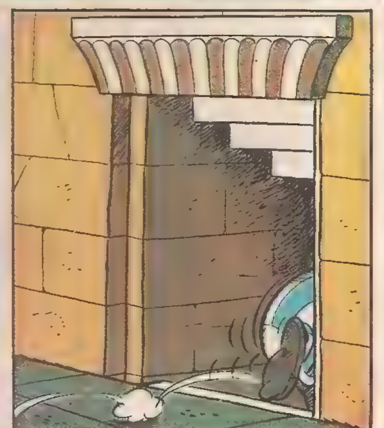

তা হলে তুমি কেকের ব্যাপারে সব জানো?
কেক! না তো! কোন কেক? তোমরা ভুল করছ!

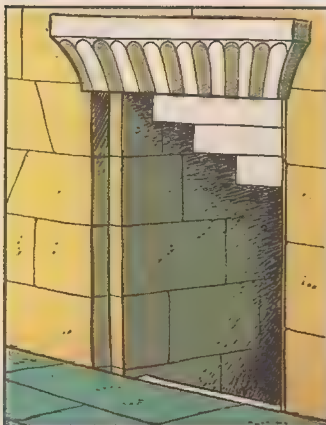

অট্টালিস কোথায় ?
জানি না । আর জানলেও কিছু বলব না !


কিন্তু আমি বলব ! অট্টালিস মাটির নীচের ঘরে কফিনের মধ্যে বন্দি ।


বরখাস্ত !
হ্যাঁ, হুজুর ।

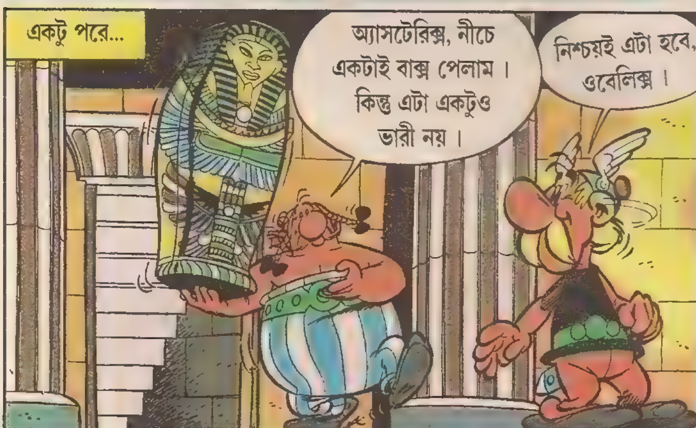

আমি এদের দেখছি । তুমি কফিনটা খোঁজো ।
হ্যাঁ, খুঁজছি ।



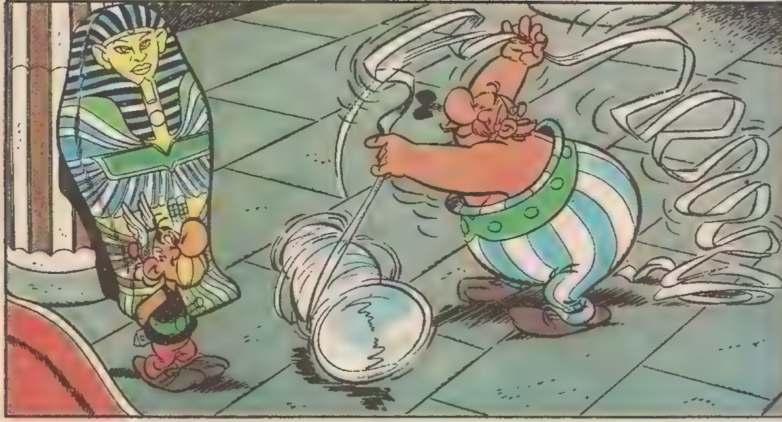



অ্যাসটেরিক্স, কফিন মানে কী ?


একটা বাক্স, ভারী হতে পারে ।
তাই বলো ।


একটু পরে...
অ্যাসটেরিক্স, নীচে একটাই বাক্স পেলাম । কিন্তু এটা একটুও ভারী নয় ।
নিশ্চয়ই এটা হবে, ওবেলিক্স !


ব্যান্ডেজটা খুলতে হবে ।
আমি খুলি ? বেশ মজা হবে, উপহার খোলার মতো ।

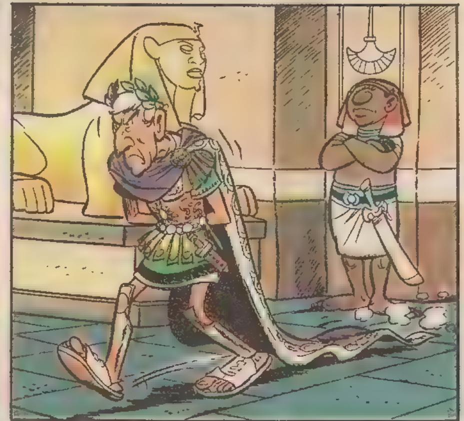



সুস্থ আছ, অট্টালিস ?
মাথা ঘুরছে !
আহা ! নিশ্চয়ই না খেয়ে থাকার জন্য।


আমারই পরাজয়। তোমাদের প্রাসাদটা সম্পূর্ণ করতে দিতে চাইনি। এবার মিটমাট ?
হ্যাঁ, মিটমাট। নির্মাণস্থলে চলো, মিটমাট করে নেব।


কিছুক্ষণ বাদে...
আমাকে দিয়ে খারাপ কাজ করিয়েছিলে বলে আমি এখানে, মালিক।
টান বলছি !
প্রাসাদ ভালই এগোচ্ছে।
তোমাদের তিনজনের জন্যই এটা সম্ভব হল।


তখন, ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে...
সেলাম, ক্লিওপেট্রা। প্রাসাদ কতদূর ? সময় তো শেষ হতে চলল।
সেলাম সিজার। প্রাসাদের নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ। ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাসাদের ফিতে কাটা হবে।




সেলাম সিজার !
সেলাম। যাও তো, আমার মিশরীয় গুপ্তচরকে ডেকে আনো।

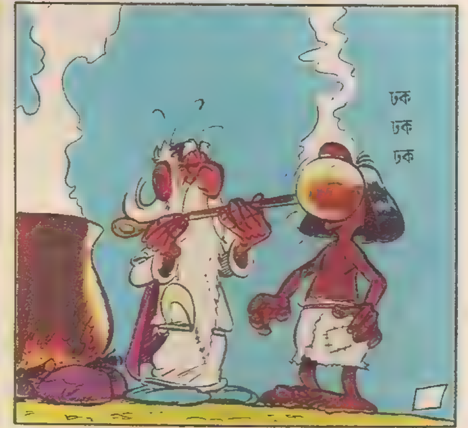

সেলাম মহারাজ !
সেলাম, সেলাম ! ক্লিওপেট্রার শর্তে হেরেই যাব মনে হয়...

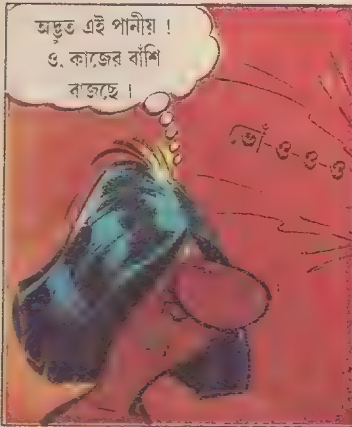

সকলে বলেছিল প্রাসাদের স্থপতি অট্টালিস একেবারে মূর্খ, কিন্তু এ যে উলটো হল... নির্মাণস্থলে গিয়ে দেখে এসো তো !

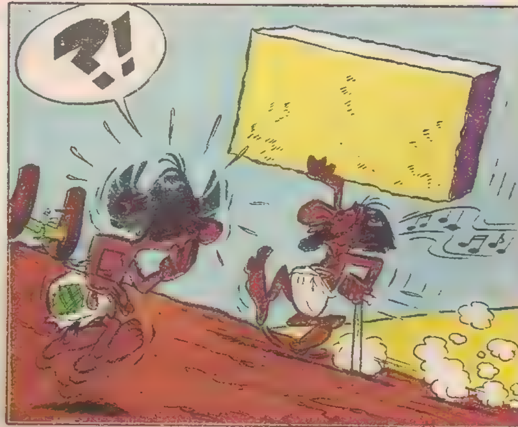

শ্রমিকের ছদ্মবেশ নিয়েছি ! কেউ চিনতে পারবে না !

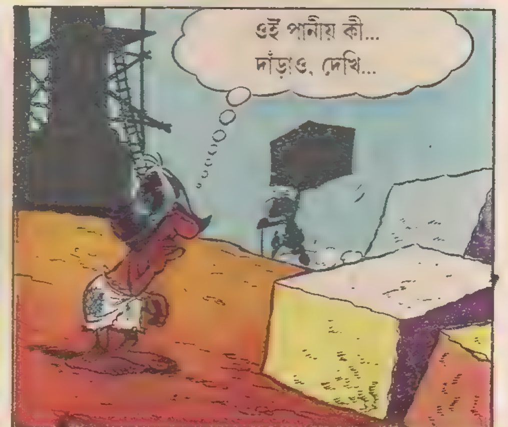

আমি রোগা বটে, তবে ভারী কাজ করতে পারি আমায় কাজে নেবেন ?
নিশ্চয়ই । ওই লাইনে গিয়ে দাঁড়াও !


ভেজ্জালোদিস ও দুষ্টামিস জাদু পানীয় পাবে না !
জানি, জানি !
ঢক ঢক
এ কী ! চাবুক নেই, খবরদারি করার কেউ নেই ! কী হচ্ছে এখানে ?


ঢক ঢক ঢক


অদ্ভুত এই পানীয় ! ও, কাজের বাঁশি বাজছে !
ভোঁ-ও-ও-ও


?!


ওই পানীয় কী... দাঁড়াও, দেখি...


হেঁইও !!!

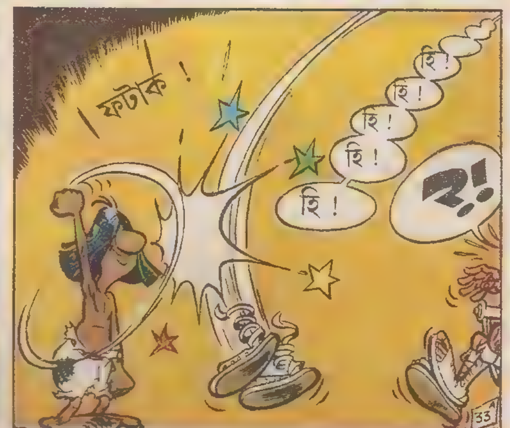

ওই লোকটা পালাচ্ছে কেন ?
থাক, আমাদের অনেক শ্রমিক আছে ।
হাত মেলাও, গোঁয়ার্তুমিক্স ! হাত মেলাও !


হে সিজার ! আমি এক অদ্ভুত ঘটনা দেখলাম । গল জাদুকরেরা শ্রমিকদের এক চামচ মিশ্রণ খাওয়াচ্ছে আর তারা অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে উঠছে । তারা ভারী পাথর এক হাতে তুলে নিচ্ছে ! আমি সেই পানীয় খেয়েছি ।
সেই পানীয় ছাড়া আর কিছু খাওনি তো ?


বিশ্বাস হচ্ছে না, হুজুর ? আমি দুর্বল অসুস্থ মানুষ । কিন্তু আপনার শক্তিমান যোদ্ধাদের আমি এখন হারিয়ে দেব ।


ওহে পালোয়ান ! লোকটাকে দু'ঘা দাও তো !
চটাস্


হি ! হি ! হি ! হি ! হি ! হি !


ফটাক !
হি ! হি ! হি ! হি ! হি !
?!


ঠিক আছে, পালোয়ান । তুমি যাও !


হি ! হি ! হি ! হি ! হি ! হি !


মিছে কথা নয় তা হলে ! আর একজনকেই জানি, যে অমন পানীয় তৈরি করতে পারে...


...কিন্তু সে থাকে অনেক দূরে । এক গলদেশি পুরোহিত ।
গলদেশি পুরোহিত !


ওখানে তিনজন গলদেশি লোক আছে !
কে ? সাদা দাড়িওলা পুরোহিত, বেঁটে গুঁফো আর একটা মোটা লোক ?


ওরাই, হে সিজার !
এটাসেটামিক্স, অ্যাস্টেরিক্স, ওবেলিক্স ! অদম্য তিন গল ! ওরা সব করতে পারে । কিছু একটা করতে হচ্ছে...


পরদিন, ভোরের মৃদু আলোয়...
*কোঁকরোকোঁকোঁ


একটু পরে...
হুজুর ! হুজুর ! দেখুন ! অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার !
কী হল, অক্ষরিস ?


শ্রমিকেরা কাজে আসেনি। এই দু'জন ছাড়া কেউ নেই।
?!?


যাও, নতুন লোক ডেকে আনো !
যাই।


তক্ষুনি...
নির্মাণস্থলে রোমান সেনা ঘিরে রেখেছে ! ওরাই শ্রমিকদের ঢুকতে দিচ্ছে না।


সিজারের হুকুমে বলছি ! আমরা খবর পেয়েছি বিদ্রোহী গলরা এখানে লুকিয়ে আছে। ওরা ধরা দিক, না হলে আক্রমণ করব।


আমরা ক্লিওপেট্রার হুকুমে এখানে আছি, আর কাজ শেষ না হলে যাব না !

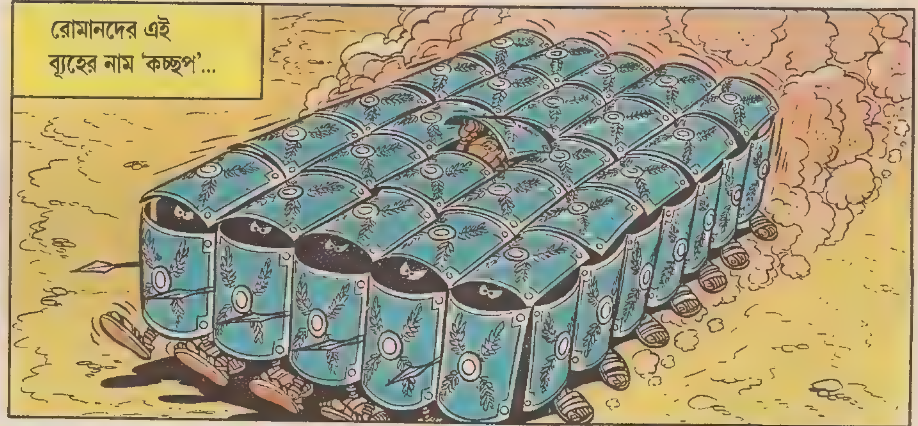

এবার কী হবে ?
আমরা পাঁচিল তুলে ওদের রুখব !
ঠিক বলেছ।

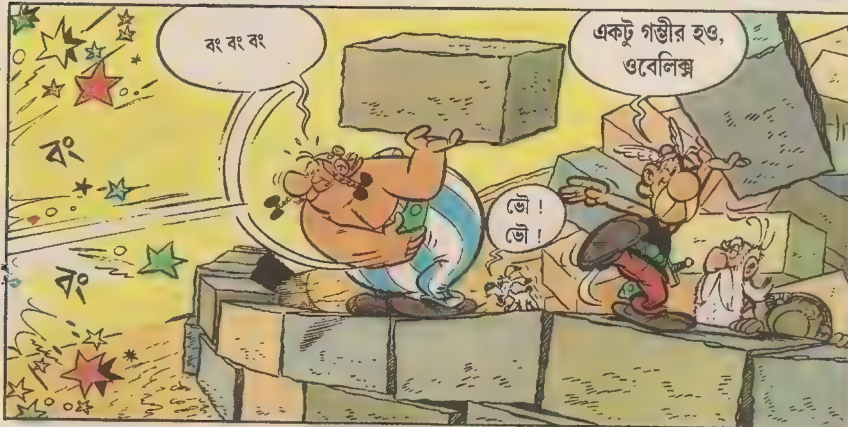

তা হলে আমাদের চলে যেতে দাও !

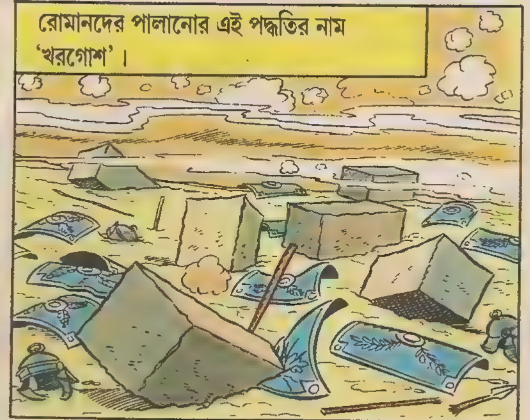

তাড়াতাড়ি করো, ওবেলিক্স !
আসছি ! আসছি !


ব্যস, দেওয়াল গড়ার কাজ শেষ !
এই দেওয়াল কি রোমানদের প্রতিরোধ করতে পারবে ?...


ওরা আক্রমণ করছে !
তালি ! তালি !

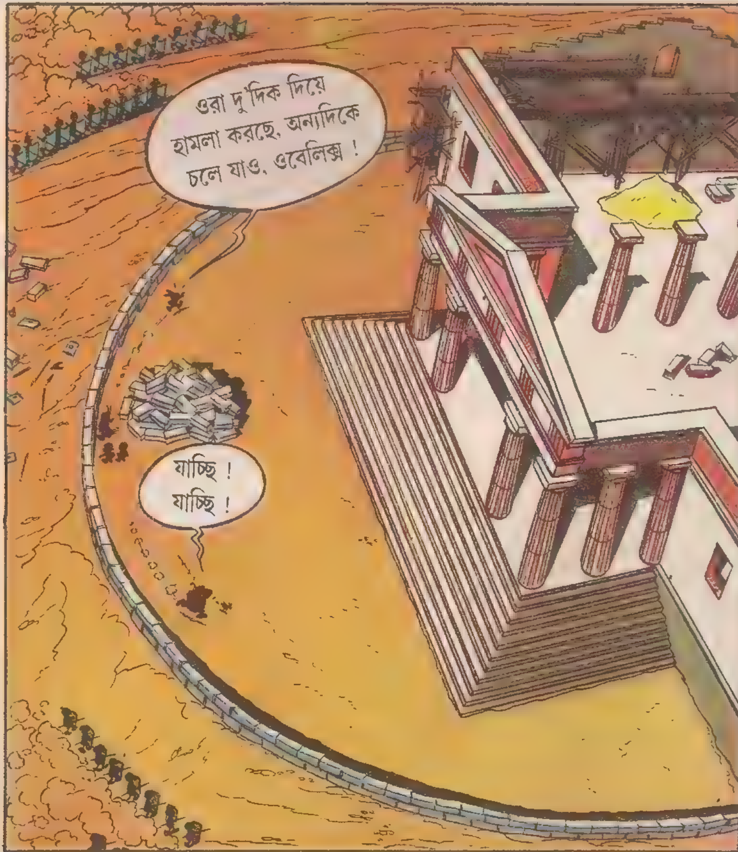

রোমানদের এই ব্যূহের নাম 'কচ্ছপ'...


বং বং বং
একটু গম্ভীর হও, ওবেলিক্স
বং
বং
ভৌ ! ভৌ !


রোমানদের পালানোর এই পদ্ধতির নাম 'খরগোশ' ।


হুমম ! এভাবে হবে না...সবদিক দিয়ে একসঙ্গে হামলা করতে হবে । যাও ! ভাগ হয়ে যাও !
কিন্তু আমরা প্রত্যেকে তো টুকরো হয়েই আছি !
মনে হচ্ছে, গোটা শরীরটা ভাগ হয়ে গেছে !
যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ !
এইবার আমি পাগল হয়ে যাব ! এখনও কথার খেলা চলছে !!!


মজারু ! ওরা আবার আসছে !
ভৌ ভৌ


ওরা দু'দিক দিয়ে হামলা করছে, অন্যদিকে চলে যাও, ওবেলিক্স !
যাচ্ছি ! যাচ্ছি !


দক্ষিণ দিকে...
আরে ! ছেড়ে দাও ! আমি তো হেরেই গেছি !

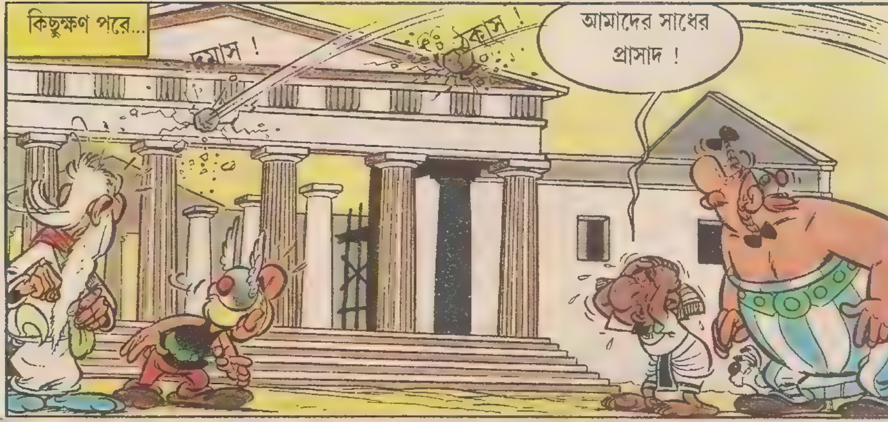

উত্তর দিকে...
একজন ঢুকে পড়েছে...
বেরিয়ে যাচ্ছি ! বেরিয়ে যাচ্ছি !


হামলার পর...
বিজয় ! আমরা জিতেছি !
ওরা সফলভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে বটে, কিন্তু কয়েকজন ভেতরে ঢুকতে পেরেছিল...


যারা ঢুকতে পেরেছিল তারাই আমরা । কিন্তু ওরা আমাদের বিশেষ কিছু বলেনি । শুধু টোকা মেরে ছেড়ে দিয়েছে । ওরা খুব অমায়িক...


বটে ! এবার আমরা গুলতি ছুড়ব !


দ্যাখো ! গুলতি ! ওরা পাথর মারবে !
হুম্‌ম...লক্ষণ ভাল নয় !


কিছুক্ষণ পরে...
দমাস !
ক্রাস !
আমাদের সাধের প্রাসাদ !


রানিকে জানাতে হবে। উনি নিশ্চয়ই এই হামলা থামাবার শক্তি রাখেন !
তাই হোক ! অক্ষরিস, মহারানিকে পত্র লেখো !


দাঁড়াও ! বানান যেন ভুল না হয়...সন্ধিগুলো ঠিকঠাক করতে হবে প্রত্যয় আর কারকের নিয়মগুলো ঝালিয়ে
ফটাং !
ক্লিওপেট্রার কাছে চিঠি নিয়ে যাবে গোঁয়ার্তুমিক্স...
গোঁয়ার্তুমিক্স !


কিন্তু ও তো এখনও শিশু !
হয়তো শিশু, কিন্তু বুদ্ধি রাখে !
এই নাও চিঠি !


ও ঠিক পারবে !
?


যাও, ক্লিওপেট্রার কাছে যাও !
?

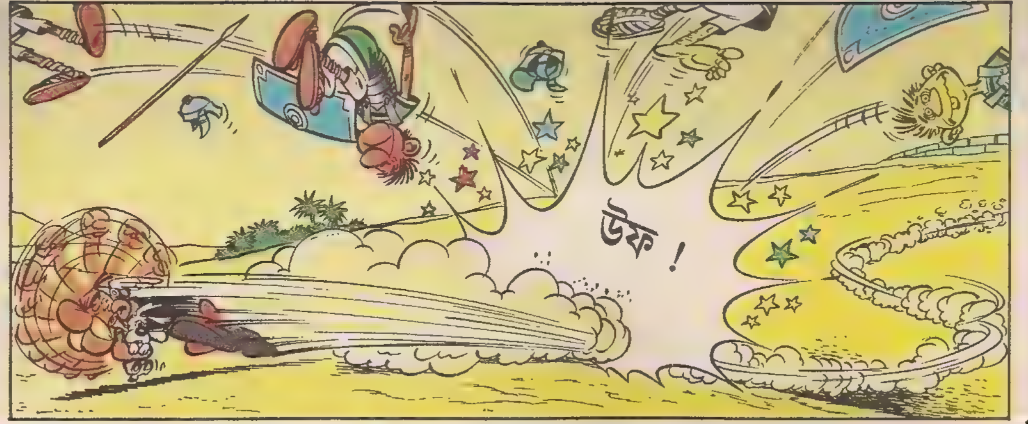

আমি বললাম, ও বুঝতে পারবে না !
বুঝতে পারবে না ? হাত মেলাতে পারে, দু'পায়ে দাঁড়াতে পারে, বুঝতে পারে না ?

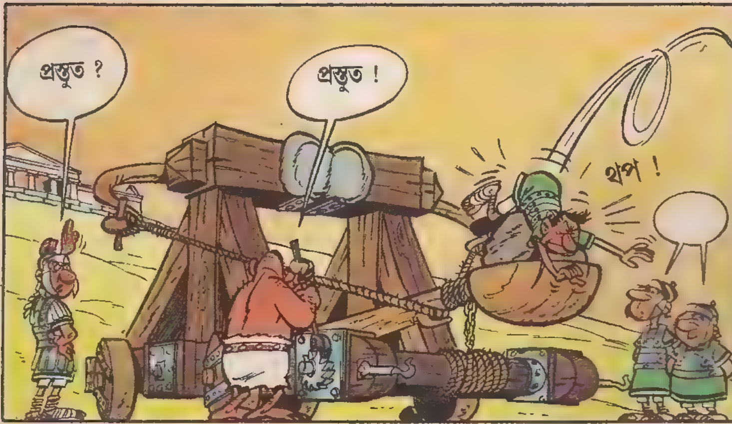

বেশ, বেশ। শান্ত হও, ওবেলিক্স ! তোমাকে খ্যাপাচ্ছিলাম। তোমার কুকুরই কাজটা করবে। আমি ওকে বোঝাব...
দুষ্টু কুকুর !

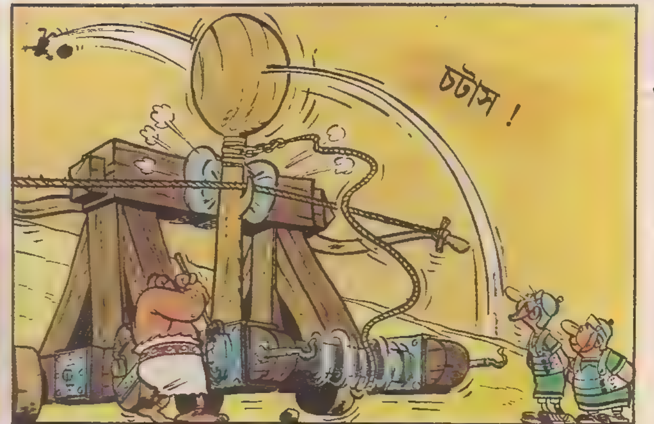

আমাকে চট করে একটু জাদু-পানীয় দাও তো ! ওবেলিক্স যেন না দেখতে পায়...
গরর্ হমম্ অদ্ভুত বাজে যত্তসব বিরক্তিকর.হমম...


একটু পরে...
চ'ল, গোঁয়ার্তুমিক্স !


সাবধান !!! একজন পালাচ্ছে !!


উফ !

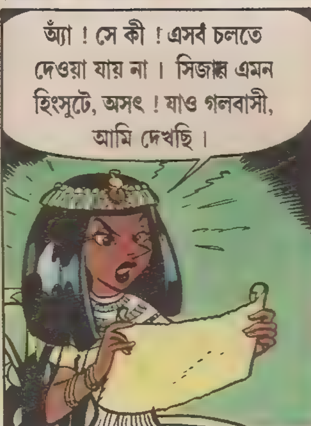

প্রস্তুত ?
প্রস্তুত !
থপ !


চটাস !

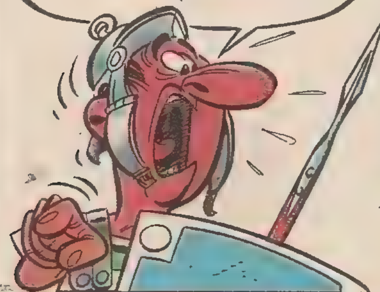

উড়ে এসেছিল, উড়েই গেল !
একটু দম নিয়ে গেল...


কিছুক্ষণ পর, মহারানির প্রাসাদে...
তুমি সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলে, গলবাসী ?
হ্যাঁ, মহীয়সী রানি ! আমার কুকুরছানা আপনাকে একটি বার্তা দেবে।

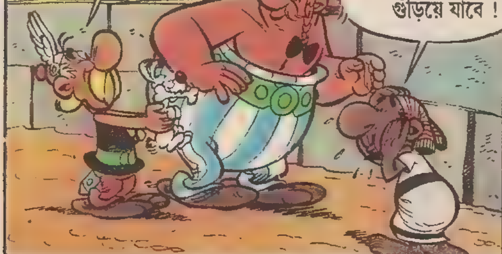

কী মিষ্টি ! ওরে, ওকে একটা হাড় দে তো !


অ্যাঁ ! সে কী ! এসব চলতে দেওয়া যায় না। সিজার এমন হিংসুটে, অসৎ ! যাও গলবাসী, আমি দেখছি।


কচকচ
কচকচ
কচকচ
দাঁড়া, শান্ত হ। নতুন খাদ্যপরীক্ষক তোর হাড়টা চেখে দেখুক...


সাবধান !!! একজন শত্রু ঢুকছে !!


চটাস !


নাও, ওবেলিক্স ! তোমার কুকুরছানা কাজ শেষ করে ফিরেছে !
দেখলে, ও ঠিক পারল ?
রানি যেন তাড়াতাড়ি কিছু করেন । এভাবে চললে তো প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে !


তখন, রোমান শিবির...
বেশ, বেশ !
গুলতি দিয়ে প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দেব । বাজি আপনিই জিতবেন...


সেলাম সিজার ! এক দর্শনপ্রার্থী উপস্থিত
আবার কে ?


জিম ! বুম !
টপ টপ
তা রা ন তা রা !!!


ও...রানি...
প্রিয় মহারানি...

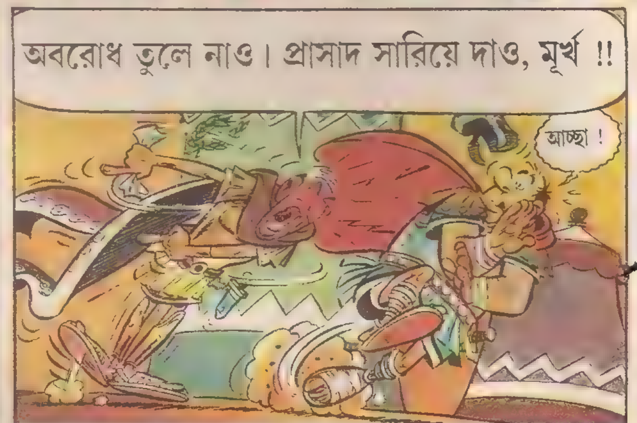

যথেষ্ট হয়েছে ! তোমার কীর্তিকলাপের কথা জানতে পেরে আমি পোশাক না ছেড়েই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছি !!
ওফ !


বাজি ধরলে সৎ থাকতে হয় । গলবাসীদের ডেকেছি, আমার ইচ্ছে । সাহায্য নেওয়ার অধিকার আমার আছে । আমি দেখিয়ে দেব মিশরীয়রা আজও মহান...


...আর রোমানরা এক্ষুনি এখান থেকে যাবে । যাওয়ার আগে প্রাসাদ সারিয়ে দেবে আর কী লজ্জার কথা...


...আর...
বেশ, এবার থামো ! ক্ষমা চাইছি ! তুমি যা চাইছ, তাই হবে ।


তাজিম !
তাজুম !
তারারা !
এবার...কী করব ?


অবরোধ তুলে নাও । প্রাসাদ সারিয়ে দাও, মূর্খ !!
আচ্ছা !


ক্লিওপেট্রার এই নাকউঁচু ভাব আমার সহ্য হয় না ।


সেই পৃথিবীবিখ্যাত নাক, যার কথা আমরা আগে বলে থাকব...


দ্যাখো ! রোমানরা অবরোধ তুলে নিচ্ছে ।
বিজয় ! বিজয় !
আর এসব কার কল্যাণে ?


ওরা প্রথমে ভাঙবে, তারপর সারাই করবে...
পাগল !
না, অট্টালিস, না !
কিন্তু পিরামিডের মতো চুড়ো তো খুব সুন্দর...


সবশেষে, এক সুন্দর সকালে...
বাঃ ! এবার আমরা ক্লিওপেট্রাকে সংবাদ দিতে পারি ।


হে মহারানি ! প্রাসাদ সম্পূর্ণ হয়েছে সময়সীমার মধ্যেই ।*
*সেই সময়ে কাজটি মোটেই সোজা ছিল না ।


তুমি তোমার কথা রেখেছ, আমি আমার কথা রাখব ।

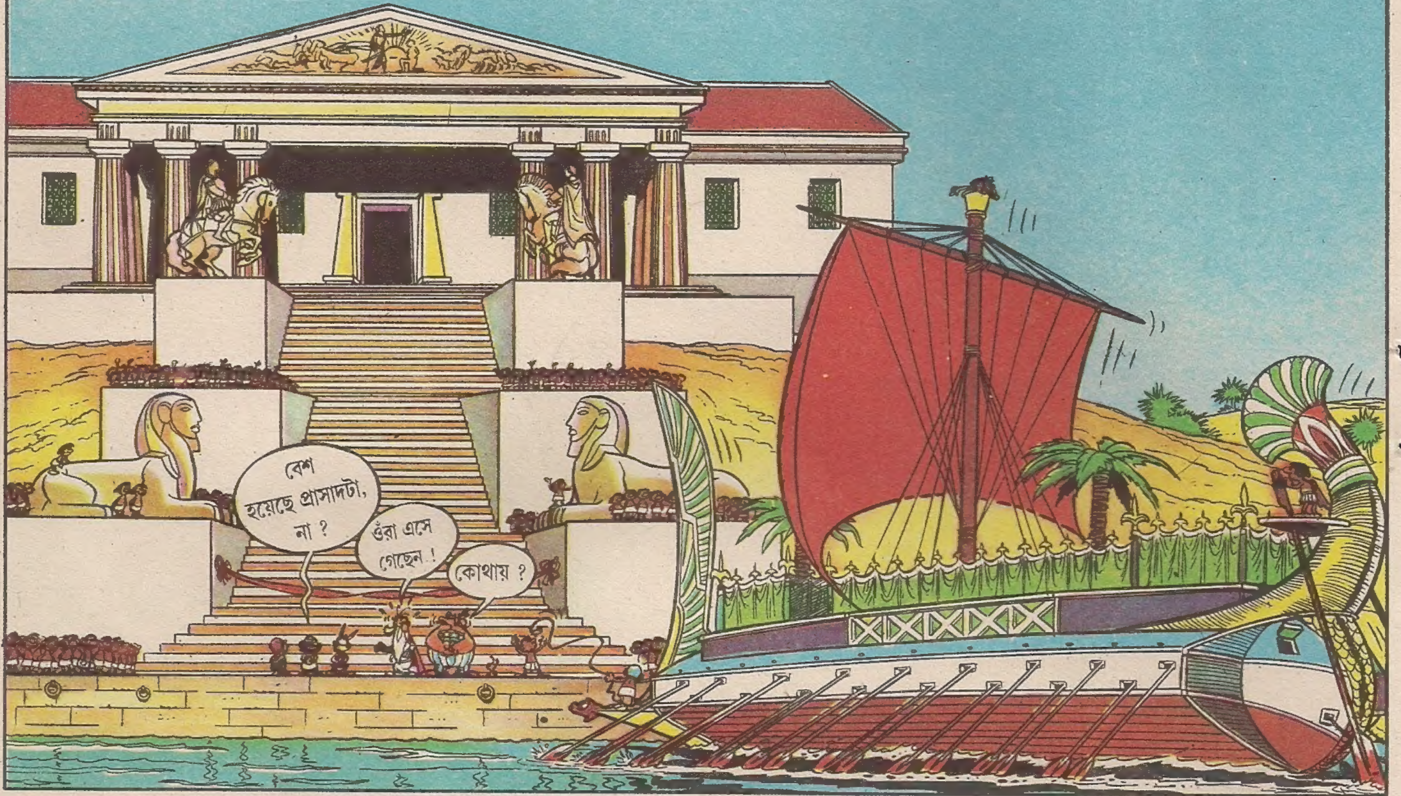

ওকে স্বর্ণমুদ্রায় ঢেকে দাও ।




একটুখানি বাকি থেকে গেল ।
ফিরে আসছি ।


কাল, আমি সিজারকে আমার বজরায় আমন্ত্রণ জানাব ।


বজরা পবিত্র নিল নদের স্রোতে ভেসে নতুন প্রাসাদের কাছে যাবে । সেখানে প্রাসাদটি সিজারকে সমর্পণ করে জানিয়ে দেব, মিশরের মানুষ আজও মহান !
বেশ কথা !


পরদিন...
বেশ হয়েছে প্রাসাদটা, না ?
ওঁরা এসে গেছেন !
কোথায় ?


ফিতে কাটার জন্য, হে সিজার !


হে সুন্দরী মহারানি ! আপনিই ফিতে কাটুন, যাতে প্রমাণ হয় আমি বাজি হেরেছি। আপনার গৌরবের সামনে মাথা হেঁট করছি।


মিশরের মানুষ সূর্যদেবকে স্মরণ করে রানিকে সম্মান জানাল...
রা ! রা ! রা ! রা ! রা !


নাও !
নাক বটে একটা !


১৪০০০ জনের জন্য এক ভোজসভা আয়োজিত হল।
তোমরা আমার জীবন রক্ষা করেছ। আমায় কাজ শিখিয়েছ।
না ! সে তো কিছুই নয়। এবার তুমি কী করবে ?

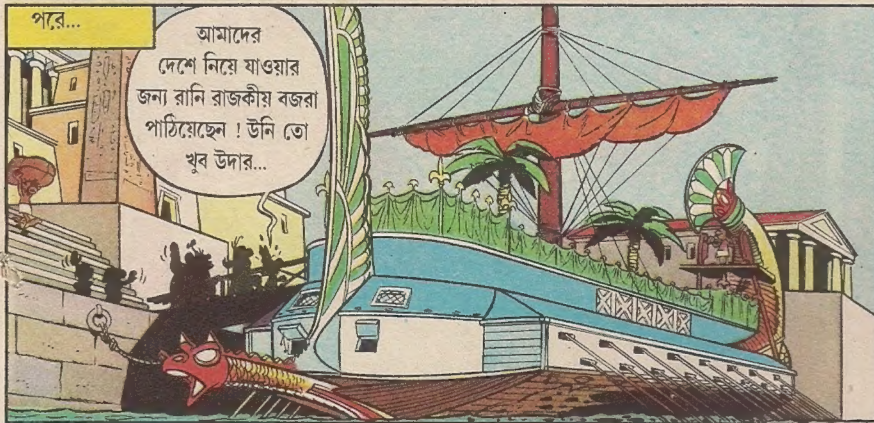

আমি ভেজালোদিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছি...
আমরা একসঙ্গে সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে কোনাচে পিরামিড নির্মাণ করব।


পরে, ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে...
আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, রানি, এবার ছুটি চাই।
আহা ! ওই নাক...
তোমরা অসাধারণ, পৃথিবীর সবচেয়ে মহীয়সী সম্রাজ্ঞী তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

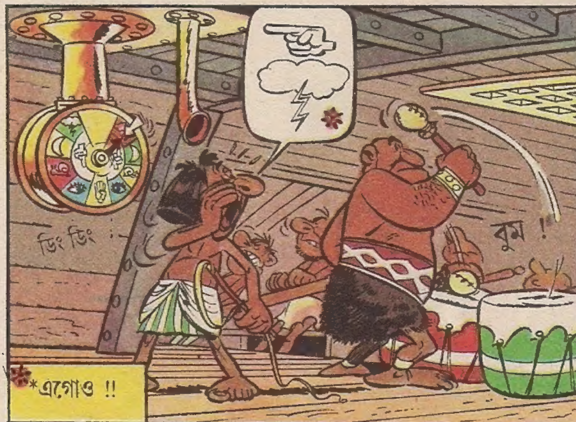

হে পুরোহিত, তুমি গ্রন্থাগারের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করো। এ আমার উপহার।
নিশ্চয়ই, মহান নাসিকা। মানে...মহীয়সী রানি... আপনার কৃপা...


নাসিকাই বটে !
তোমরা আমার যে সেবা করেছ তার তুলনায় এ খুবই অল্প।
আমরা আপনার সেবক, রানি। যদি কোনওদিন আর কিছু নির্মাণ করেন, যেমন ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে কোনও খাল...


আমাদের হাঁক দিয়ে ডেকে নেবেন, তুতের শপথ !


পরে...
আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য রানি রাজকীয় বজরা পাঠিয়েছেন ! উনি তো খুব উদার...


জাহাজের অধিনায়ক পাল তোলার সঙ্কেত দিলেন...
DING! DING!


ডিং ডিং
বুম !
*এগোও !!


জলদস্যুগুলো আসবে আবার ? কী মনে হয় ?
জানি না, ওবেলিক্স, কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা কাছেই রয়েছে !


তখন, বজরার খোলের ভেতর...
জাহাজের দাম চুকনোর জন্য এই কাজে লেগেছি বটে, কিন্তু মুক্তি পেলেই ওই নাকউঁচু গলবাসীদের মজা দেখাব !


বিলাসবহুল সমুদ্রযাত্রা চলল কয়েক সপ্তাহ ধরে...
কচাত
কচাত


অবশেষে...


জাহাজ আসছে !!! অ্যাসটেরিক্স, ওবেলিক্স আর এটাসেটামিক্স ফিরে আসছে !


তা হলে একটা গান বাঁধা যাক...


গল গ্রামে ফিরে ওরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল । ডাকা হল ভোজসভা...
...গোঁয়ার্তুমিক্সই তো সব করল !
কী নাক, বন্ধু, সে কী নাক !


সবাই আনন্দিত, মানে, প্রায় সবাই...কিন্তু
না ! ওবেলিক্স ! না !


মেনহিরের ওই নতুন রূপ একটুও পছন্দ নয় ! আমরা গলবাসী, গলবাসীই থাকব !
www.banglatorrents.com
@s@
AAR
সমাপ্ত